CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 28 July, 2024 ■ আগরতলা ২৮ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১২ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তব হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নীতি আয়োগের নবম পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী মুখ্যমন্ত্রী/লেফটেন্যান্ট গভর্নররা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী উন্নত ভারত ৭২০৪৭-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রের সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত গত দশ বছরে উন্নয়নের গতি বজায় রেখেছে। ভারতীয় অর্থনীতি, যা ২০১৪ সালে বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতি ছিল, ২০২৪ সালের মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তিনি বলেন, এখন সরকার ও সকল নাগরিকের সম্মিলিত লক্ষ্য বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আমাদের দেশ গত ১০ বছরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালী করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। পূর্বে একটি দেশ প্রাথমিকভাবে আমদানির উপর নির্ভরশীল, ভারত এখন বিশ্বের অনেক পণ্য রপ্তানি করে। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, স্টার্ট আপ এবং খেলাধুলার মতো বিস্তৃত সেক্টরে দেশটি বিশ্ব মঞ্চে তার চিহ্ন তৈরি করেছে। তিনি ১৪০ কোটি নাগরিকের আস্থা ও উৎসাহের প্রশংসা করেন, যারা আমাদের দেশের অগ্রগতির চালিকাশক্তি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি পরিবর্তনের দশক, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি রাজ্যগুলিকে এই সুযোগগুলি কাজে লাগাতে এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়ক নীতি ও শাসনের কর্মসূচি শুরু করতে উতাহিত করেন। তিনি বলেছিলেন যে উন্নত রাজ্যগুলির মাধ্যমে একটি উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হতে পারে এবং একটি উন্নত ভারতের আকাঙ্ক্ষা তৃণমূল স্তরে অর্থাৎ প্রতিটি জেলা, ব্লক এবং গ্রামে পৌঁছাতে হবে। এর জন্য প্রতিটি রাজ্য ও জেলাকে ২০৪৭ সালের জন্য একটি রূপকল্প তৈরি করা উচিত, যাতে ২০৪৭ সালে একটি উন্নত ভারত বাস্তবায়িত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগ দ্বারা পরিচালিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির প্রশংসা করে বলেছেন যে এর সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল পরিমাপযোগ্য পরামিতিগুলির অবিচ্ছিন্ন এবং অনলাইন পর্যবেক্ষণ, যা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে জেলাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করে।

প্রধানমন্ত্রী যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ দক্ষ মানব সম্পদের জন্য বিশ্ব ভারতের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিতে দেখছে। তিনি রাজ্যগুলিকে বিনিয়োগকারী বান্ধব পরিবেশ দেওয়ার জন্য উতাহিত করেছেন। তিনি নীতি আয়োগকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীতি আয়োগের জেনারেল কাউন্সিলের বৈঠকে

যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ও শিল্পে গুরুত্বারোপ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। নীতি আয়োগের বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। শনিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এর পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন বিষয় এবং পদক্ষেপ সম্পর্কে গভর্নিং কাউন্সিলকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্য সরকার "লক্ষ্য ২০৪৭" রূপায়ণে কাজ করছে। যা ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত রাজ্যে রূপান্তর করার জন্য একটি ভিশন ডকুমেন্ট। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ছজ্জটুঙ মডেলের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার করে যোগাযোগ বাড়ানো সহ বেশ কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এতে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যবসা করার সহজতর পদ্ধতির পাশাপাশি জীবনযাত্রার সহজতা আনতে, ই-অফিস গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত প্রবর্তন, সরকার পরিচালিত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির জন্য ঙ্গষ্ট সুবিধার্থে স্বচ্ছ (বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা সরকার নীতি আয়োগের নির্দেশনা অনুসারে সুশাসন বিভাগ এবং এস.আই.টি(স্টেট ইন্সটিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশন) প্রতিষ্ঠা করেছে। শিল্প ও বিনিয়োগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা কৃষির উপর শ্রমশক্তির নির্ভরতা ৫০ কমানোর উপর জোর দিচ্ছি, বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মাধ্যমে বাণিজ্য ১ লাখ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে জি.এস.ডি.পিতে পর্যটনের অবদান ১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে"। তিনি বলেন, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ও লজিস্টিক সেক্টরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ও সেচের আওতায় ৮০ কৃষি জমি নিয়ে আসা, সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪ লেন সড়ক সংযোগ প্রদান করা।

সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে আমরা বনজ উৎপাদনের মূল্য পাঁচগুণ বৃদ্ধি করতে চাই। যা অত্যন্ত ঘন বনের গঠনকে ৪০ এ উন্নীত করবে, যার ফলে জিএসডিপি ২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আগর-কাঠ অর্থনীতি থেকে ১০,০০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে।

ডাঃ সাহা বলেন, গভর্নেন্স সেক্টরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি ডিজিটাল সোসাইটি করার উপর জোর দিচ্ছে। এক্ষেত্রে নীতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোলেরো গাড়ি ও ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। গতকাল রাতে জ্যাকসন গেইটে ভয়ঙ্কর যান দূর্ঘটনা ঘটে। বোলেরো গাড়ি ও ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু দূর্ঘটনায় হতাহত হয়নি। অল্পতে রক্ষা পেয়েছেন ইকো গাড়ির চালক। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানায় পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে টিআর০১কে৩২৯৯ নম্বরের একটি বোলেরো গাড়ি কামান চৌমুহনী দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় কামান চৌমুহনী দিক থেকে টিআর০১এল৪৪১১ নম্বরের একটি ইকো গাড়ি আসছিল। ওই সময় জ্যাকসন গেইটে বোলেরো গাড়ি ইকো গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে ইকো গাড়িটি রাস্তায় উল্টে যায়। তবে হতাহত হয়নি কেউ। ইকো গাড়িটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বোলেরো গাড়িটি।

শিলচর আগরতলাগামী ট্রেনে আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। শিলচর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনে আগুন। এসি কামরায় ধোঁয়া দেখে যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে আসতেই নেমে পড়েন আতঙ্কিত যাত্রীরা। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল বহু যাত্রী। ওই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শিলচর আগরতলা গামী ট্রেনের এসি কামরায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ট্রেনটি যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে পৌছতেই এসি কামরা থেকে প্রচুর ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন যাত্রীরা। কিসের থেকে এই ধোঁয়া এখন ওই বিষয়টি স্পষ্ট জানা যায়নি।তবে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আসতেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ট্রেনটি।

৬৬ কেজি গাঁজা সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। ধলাই জেলায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে আমবাসা উপনগর নাকা পয়েন্টে একটি গাড়ি আটক করে ৬৬ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সাথে গাড়ির চালক ও সহ চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাড়ির ধাক্কায় এক এস পি ও জোয়ান আহত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আমবাসায় জাতীয় সড়কেলংতরাই পাহাড়ের পাদদেশ উপনগর এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে পুলিশ একটি গাড়ি আটক করে গাঁজা উদ্ধার করেছে। আগরতলা থেকে আমবাসা আসার পথে আমবাসা বাজারে পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর জন্য সিগন্যাল দেখানোর পর গাড়িটি পালিয়ে গিয়ে। তারপর উপনগর নাকা চেকিং পয়েন্টে যাবার পর পুলিশ গাড়িটি আটক করে। সেখানেও পুলিশ গাড়িটিকে সিগন্যাল দিলে নাকা চেকিং পয়েন্ট ভেঙ্গে রাস্তার সাইডে গাড়িটি গিয়ে থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গাড়িতে থাকা চালক ও সহচালককে আটক করে। পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের বিরোধীতা করে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রাজ্য কমিটি।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট প্রস্তাবকে জনবিরোধী আখ্যায়িত করে রাজধানী আগরতলা শহরে শনিবার প্রতিপাদ্যে খুব সংগঠিত করে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি। এদিনের মিছিলটি পশ্চিম জেলা কমিটির সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাসের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছে তা পুঁজিপতি শ্রেণীর বাজেট। এই বাজেটে পুজিপতিদের স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বাজেটকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী বাজেট বলে তিনি আক্রান্ত করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই জন বিরোধী বাজেটের প্রতিবাদ রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহ ১০ দফা দাবিতে মিছিল ত্রিপুরার কর্মচারী সমন্বয়ে কমিটির

আগরতলা, ২৭ জুলাই: রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সমস্তশূন্য পদ পূরণ সহ ১০ দফা দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরার কর্মচারী সমন্বয়ে কমিটি। আজ সংগঠনের তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। এদিন প্যারাডাই চৌমুহনী থেকে মিছিলটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক লগ্নে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে আবারো জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ছয়টি গ্রামের মানুষ। ঘটনার বিবরণে অবরোধকারীরা জানান, চুরাইবাড়ি সেইলটেক্স এলাকা থেকে নোয়াগাঁও এলাকা পর্যন্ত আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ১৩ কিঃমিঃ রাস্তার বেহাল দশা। জাতীয় সড়কের উপর পুকুর সম গর্তে নাজেহাল ছোট বড় যান চালকরা। সাথে ভোগান্তির শিকার স্থানীয় জনগণও। আরও অভিযোগ,বিগত দেড় থেকে দুই বছর যাবৎ জাতীয় সড়কের কোন সংস্কার হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন শত শত লরি চলাচলে জাতীয় সড়কের চেহারা পাল্টে গিয়েছে। জাতীয় সড়কের উপর পুকুর সম গর্তে পড়ে যানবাহন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে।স্থানীয় লোকজন বাজার হাট থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে এক গর্ভবতী মহিলা শনিছড়া হাসপাতালে যাওয়ার পথে বেহাল রাস্তার জন্য হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে একাধিকবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হলেও উত্তর জেলা প্রশাসনের তরফে ইটের আধলা দিয়ে ভরাট করে দায় সারেন। তাতে করে বড় বড় লরির চাক্কায় ইটের আধলা গুঁড়ো হয়ে পুনরায় স্বমহিমায় ফিরছে জরাজীর্ণ জাতীয় সড়ক। অবশেষে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এক গৃহবধূ মৃতার পরিবারের দাবি, প্রতিনিয়ত পণের জন্য গৃহবধূকে শারিরীক নির্যাতন করেতেন সরকারি কর্মচারী স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা, তাই সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া রবীন্দ্রনগরে বাসিন্দা রাজীব দেবের স্ত্রী পুনম মজুমদার (২৪) বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। রাজীব দেব সরকারি কর্মচারী এবং আদালতে কর্মরত রয়েছেন। পুনম মজুমদারের বাপের বাড়ি উদয়পুরে।

মৃতার মায়ের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই রাজীব দেবের পরিবারের পনের চাহিদা বাড়তে থাকে। ছেলে সরকারি কর্মচারী হওয়ায় দুদিন পর পর তারা পনের দাবি জানাতো এবং নির্যাতন করত।বর্তমানে পুনমের আড়াই বছরের একটি ছেলে রয়েছে। কিন্তু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতিকে নিরাপদ রাখতে সিআরপি-র ভূমিকা সর্বাগ্রে, বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.)।। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের (সিআরপি) জন্মলগ্ন স্মরণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার, এই মর্মে তিনি সচিত্র বার্তা দেন এক্স হ্যান্ডলে। তিনি লিখেছেন, "সিআরপি-র উত্থাপন দিবস উপলক্ষে, সকল ভারতের সিআরপি কর্মীদের আমার শুভেচ্ছা। জাতির প্রতি তাঁদের অটুট নিষ্ঠা ও নিরলস সেবা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁরা সর্বদা সাহস এবং প্রতিশ্রুতির সর্বোচ্চ মানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতিকে নিরাপদ রাখতে তাঁদের ভূমিকা সর্বাগ্রে"। প্রসঙ্গত, (সিআরপিএফ) হল ভারতের বৃহত্তম আধাসামরিক বাহিনী, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর যাত্রা শুরু হয় ২৭ জুলাই, ১৯৩৯ এ। তখন এটি 'ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভস পুলিশ' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর, ১৯৪৯ সালে এর নামকরণ করা হয় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৮৫ ▫ ২৮ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ১২ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা পরিবর্তনে উদ্বেগ

দেশের কয়েকটি রাজ্যে জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাটি খুবই উদ্বেগের। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য মিলিয়ে আছে তাহাতে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা গিয়াছে যে বিদেশি অনুপ্রবেশ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অনুপ্রবেশ সমস্যা সবচেয়ে জটিল হইয়া উঠেছে। কোন কোন রাজ্যে রাজনৈতিক লাফালাভের প্রশ্নে বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দানের প্রবণতা বাড়িতেছে। মূল সমস্যার গভীরে না গিয়া রাজনৈতিক লাভা লাভের চিন্তা না করিয়া এসব অনুপ্রেরণা বিপদজনক ঝুঁকিও বটে। এ ধরনের প্রবণতায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে।

অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডে জনসংখ্যা চিত্রের সামাজিক, ধর্মীয় পরিবর্তনের ঘটনায় উদ্বেগে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদী শিবির। ২০১১-তে শেষ জাতীয় গণনার পর দীর্ঘ ১৩ বছর জাতীয় গণনা বন্ধ রহিয়াছে। মোদী সরকারের ১০ বছরেও সেন্সাস হয়নি। এদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ডে দ্রুত মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ছবির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। এরই মধ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বে হিন্দুত্ববাদী শিবিরের মুখ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বোমা ফাটাইয়া বলিয়াছেন যে অসমে ৪০ শতাংশই এখন মুসলিম জনসংখ্যা। এর একটা বড় অংশই হইল সাবেক পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এর ফলে অসমের অ-মুসলিম ও হিন্দুদের কাছে তাহা জীবন মরণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। হিমন্তের মতে ইদানীং ঝাড়খন্ডের সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুরেও বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ-স্থানীয় উপজাতিদের বিয়ে করিয়া ধর্মান্তকরণের অভিযোগ উঠিয়াছে। ঝাড়খন্ডের ইন্ডিয়া জোট সরকার এ নিয়া নীরব। এর ফলে ঝাড়খন্ডে সামাজিক, ধর্মীয় অস্থিরতার সম্ভাবনা তীর হইতে পারে। হিমন্তের মতে অসম তো বটেই উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে বাংলাদেশি মুসলিম ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কেশব ভবনের সংঘ কর্তাদের মতে, দেশভাগ, বাংলাভাগের পর ১৯৫১ সালের সেন্সারে যে গণনায় পশ্চিমবঙ্গে ৮৭ শতাংশ হিন্দু, ১২ শতাংশ মুসলিম জন সংখ্যা ছিল তাহা ২০২৪-এ উল্টো ছবি হইয়াছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ২০১১-র সেন্সার মতে মুসলিম সংখ্যা ২৭ শতাংশ, হিন্দু সংখ্যা ৭১ শতাংশে দাড়াইয়াছে। বিগত ১৩ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা বেসরকারি ভাবে প্রায় ৩৫ শতাংশ, হিন্দু জনসংখ্যা ৬২ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে ।বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তকরণ, মুসলিমদের সন্তান হার বৃদ্ধিই এর মৌল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা হিন্দুত্ববাদী শিবিরের।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, অত্যধিক বর্ষণের পূর্বাভাস গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): অবিরাম বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। জলস্তর বাড়ছে নদীর, তৈরি হচ্ছে বন্যার মতো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। উত্তরাখণ্ডে আগামী ২৯ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকেও ভারী বৃষ্টি হবে আগামী কিছু দিন। এছাড়াও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ২৯ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি হবে। পূর্ব রাজস্থানে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কোঙ্কন, গোয়া, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং মধ্য মহারাষ্ট্রেও ২৮ জুলাই ভারী বৃষ্টি হবে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছেও অত্যধিক বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে আইএমডি-র পূর্বাভাসে।

২৮-৩০ জুন জাপান সফরে যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর, অংশ নেবেন কোয়াড বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৩-দিনের সফরে জাপানে যাচ্ছেন। ২৮-৩০ জুলাই জাপানের রাজধানী টোকিও-তে অনুষ্ঠিত কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। এছাড়াও টোকিও-তে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাপানের বিদেশ মন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়ার আমন্ত্রণে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ২৮-৩০ জুলাই জাপান সফরে থাকবেন। এই সফর চলাকালীন কোয়াড বিদেশ মন্ত্রীদের পরবর্তী বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। ২৯ জুলাই টোকিও-তে জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

২৮ জুলাই মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১২-তম পর্ব, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শোনার প্রতীক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): লোকসভা ভোটের পর গত ৩০ জুন প্রথমবার শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ৩০ জুনের পর ২৮ জুলাই (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর দ্বিতীয় মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ২৮ জুলাইয়ের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১২-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

২৯ জুলাইয়ের পর আবহাওয়া বদলাবে জম্মু ও কাশ্মীরে, কমতে পারে তাপমাত্রাও

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে এবার আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস জারি করলো স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। ২৯ জুলাই থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবর্তন হতে পারে আবহাওয়া। কমতে পারে দিনের তাপমাত্রাও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা আংশিক মেঘলা থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ, এই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি প্রত্যাশিত।এরপর ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ২৯ জুলাইয়ের পর থেকেই দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে, আগস্টের শুরু থেকেই ভালো বৃষ্টি হবে উপত্যকায়

বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ জরুরি

চিররঞ্জন সরকার

সারা বিশ্বেই এখন একটা আদর্শিক সংকট চলছে। সবরকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতাকে তুলে ধরার মতো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। যে যার স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী কথা বলছেন, পথ চলছেন। এমন বাস্তবতায় সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বামী বিবেকানন্দ পাঠ মানবজাতির জন্য জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তার একজন মহাপুরুষ হিসেবেই দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতীয় জীবনে যুব ও নারীদের স্বতন্ত্র গুরুত্বের প্রশ্নে, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে তার গভীর অবদানের কথা কখনও অনুধাবন করি না। বিবেকানন্দের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর এবং নরেন্দ্র বা নরেন। তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ভারতের উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটের এক উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানে একজন আধ্যাত্মিক সাধকের ধ্যান নয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণ, এই ভাষণের পর কয়েক মিনিটের করতালি নয়। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে জগৎকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অন্যতম সমন্বয়বাদী সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার প্রদীপ হয়ে ওঠার পেছনে ছিল সুগভীর দর্শনের নিশ্ছিদ্র নির্মাণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ। বিবেকানন্দ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের দুটো ধারাই। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয় না। বিবেকানন্দ সেই পথটা তৈরি করে রেখেছিলেন, যে পথে হেঁটেছেন গান্ধীজি। সারা ভারতের সর্বত্রই আধ্যাত্মিক পুরুষেরা তামসিক ভাবাপন্ন ভারতবাসীকে জাগানোর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যা পরিপূর্ণতা পায় স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ওই আধ্যাত্মিক আন্দোলনই সম্ভবপর করে তুলেছিল দেশ ও জাতির নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে তা চৈতন্যময় করে বেগবান করে দেয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ইংরেজ সভ্যতার তিনটি উপাদান হল তিনটি 'ব'— বাইবেল, বেয়োনেট ও ব্র্যান্ডি। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে আর কোটি কোটি টাকা নিজেদের দেশে চালান করেছে। ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস একদিন নেবেই নেবে। (আমেরিকা বক্তৃতা: আগস্ট ১৮৯৫) এই অগ্নিময় ভাষাই যথেষ্ট ছিল একটা স্থবির, তমসাচ্ছন্ন জাতিকে শতাব্দীর মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে। ১৯০১ সালের ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বিপ্লবীদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা, তাই সর্বপ্রথম ইংরেজদের এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে। জননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য যা প্রয়োজন মনে হবে, তোমরা তা-ই করবে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন— এ জীবন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। এ জীবন পরহিতার্থে ব্যয় করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে জন্য তার সাবধান বাণী "Be and make" আগে নিজে তৈরি হও, তারপর অপরকে তৈরি করো।

তিনি বারবার বলেছেন— "নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোলো।... হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ করো।" মানুষের এই দুটি যন্ত্রই তাকে মানুষ করেছে। এক মস্তিষ্ক, যা দিয়ে সে বিচার করে আর দ্বিতীয়টি: হৃদয় যা তাকে বিবেচনা দেয়। এই দুটির একটিও বাদ গেলে চলবে না। মস্তিষ্কসর্বস্ব মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই। হৃদয়বান মানুষও তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে— স্বামীজি চেয়েছেন মস্তিষ্ক জোগাবে বুদ্ধি, হৃদয় যোগাবে বোধ আর হাত অর্থাৎ দুটিহাত কর্মেউদ্বুদ্ধ করবে। শুধু বক্তৃতাসর্বস্ব হলে চলবে না। মানবিক বোধদ্বারা কাজ, করতে হবে। কাজ কাজ আর কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা দূর করতে হবে সমাজের পাপ। সেই পাপ, যা মানুষকে পশ্চাদপদ করে রাখে, অন্ধ কুসংস্কারচ্ছন্ন করে রাখে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।

স্বামীজি যুবকদের এই কাজে অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ যুবকেরাই দেশের মূল চালিকা শক্তি। তাদের সঠিক পথে চালিত করলে কী-ই না হতে পারে! স্বামীজি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকটি মানুষ পরমাত্মার অংশ, দেবত্ব তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি। সে তার এই অসমান্য শক্তির কথা জানে না। তাই অমন অলস, সংকুচিত। তাকে জানতে হবে তার ভেতরে অসীম শক্তি বিদ্যমান। যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছবে যে সে নিজেই অসীম ব্রহ্মশক্তির অধিকারী, তখন সে নিজের শক্তিতেই চারপাশের পাপ, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষার মতো জঞ্জাল সাফ করতে শুরু করবে। যুবকদের উদ্দেশে তার স্পষ্ট বক্তব্য "হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরি হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে।"

ঈশ্বর দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করে তিনি বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/ জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ মানুষের সেবা যেন জীবনের মূল মন্ত্র হয়। স্বামীজি দিয়েছেন ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র। নিছক কথার কথা নয়, নিজের সমস্ত ভাব তিনি জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়েছেন।

ধর্মের সারকথা যে সহিষ্ণুতা এবং গ্রহিষ্ণুতা, তা বার বার তিনি উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমি সেই ধর্মের প্রতিনিধি, যে ধর্ম অন্য ধর্মকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না, সব ধর্মকে সমান এবং সত্য বলে মনে করে। এ যেন 'যত মত তত পথ'-এর সরল ব্যাখ্যা। স্বামীজি কুয়োর ব্যাঙের প্রসঙ্গ টেনে সঙ্কীর্ণ ধর্মাচারণের সমালোচনা করেছেন। সাগরের ব্যাঙ হওয়ার যে আহ্বান তিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করেন, তারই মর্মবাণী হিসেবে এদেশের মানুষকে জানিয়েছেন— প্রসারণই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম উদার এবং বিনত হতে শেখায়। উদ্ধত-সঙ্কীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ধর্মরক্ষার পরিপন্থী। তিনি নিরলস ত্যাগ ও সেবা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সারা বিশ্বে 'মানুষ' গড়ার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। যুবকদের বলছেন, "Arise awake and stop not till the goal in reacted..।"

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি পাঠ করার পরে, সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যে, বিবেকানন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি, দেশাত্মবোধ, নারীদের প্রতি সম্মানবোধ এবং মানবসেবা। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে, তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হলো এক বিপ্লব।... তার শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল। ... এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথাই ভাবতে লাগলাম।" বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন যে, স্বামীজির আরাধ্যা দেবী ছিলেন তার মাতৃভূমি। সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ সালের ২১ জুলাই হুগলী জেলার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom– freedom is the song of the soul', এই বাণী যখন স্বামীজির অন্তরের দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ... করিয়া তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেন।" স্বামী বিবেকানন্দের অখণ্ডতার আদর্শই ছিল সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, যে আদর্শ শুধু রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির কথা বলেনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির কথাও বলেছিল।

বিবেকানন্দের শিক্ষার একটি মূল কথা হলো চরিত্রগঠন ও খাঁটি মানুষ তৈরি করা। তার নিজের কথায়, "সামাজিক ও রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূল ভিত্তিমানুষের সাধুতা। দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উলটে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পশু নয়।"

স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন "আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে। তাই আমরা বেঁচে আছি।" কর্মহীন সন্ন্যাসে বা পুরস্কারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বিবেকানন্দ মনে করতেন আমাদের দুর্দশার একটি বড় কারণ নারীর প্রতি অবজ্ঞা। তিনি বলতেন মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে "যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ... ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যাগুলো মেয়েরা নিজেরাই সমাধান করবে।" সন্ন্যাসীর উদাসীন ভক্তিভাব নয় বরং এক কর্মীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে তার প্রতিটি বক্তৃতায়, লেখায়। আধুনিক সময়ে, 'স্ক্রল' করে এগিয়ে যাওয়ার যুগে, যখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণাকেও পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এক দিকে, আর অন্য দিকে সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনীতির খেলায় টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ ও মানুষ, এমন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ প্রয়োজন— মানুষ, সমাজ ও নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে।

আলগা হচ্ছে মধ্যবিত্তের বাঁধন

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

লিও টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনা উপন্যাসের শুরুতে রয়েছে সব সুখী পরিবার একই রকম, কিন্তু সব অসুখী পরিবার যার যার মতো করে অসুখী। সুখী অসুখী পরিবারের পৃথক রূপ উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের শ্রেণি বিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বহু কাল ধরে। আধুনিক সমাজ বিবর্তনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ। নগরায়ণের সময় থেকেই এর বিকাশ ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। শহর গড়ে উঠতে উঠতে ঢল নামে গ্রামের ভূমিজ মানুষের। গ্রামের সংকট থেকে বাঁচতে মানুষ শহরের পথ ধরে। সে আজকের কথা নয়। ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ণের মধ্যেই শহরের ভরে উঠেছে শ্রমিক আর কেরানি মানুষ। শুধু কলকাতা নয়, সব বড় শহরের জনসংখ্যা এ ভাবেই বেড়েছে। সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল সংখ্যায় মধ্যবিত্ত নাগরিক। মধ্যবিত্ত মানুষের বিকাশ প্রভাব ফেলেছে রাজনীতি,অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ইতিহাস বলছে পৃথিবীতে রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র যখন ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে এবং অভিষেক চলছে গণতান্ত্রিক অধিকার ও শাসনের, সেই সময় উত্থান ঘটেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির। যে শ্রেণির মানুষের ইচ্ছা, লক্ষ্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার।

সাধারণ মানুষের আর্থিক শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে মধ্যবিত্ত কথাটি ব্যবহার হয়। না ওপরে, না একেবারের নীচে, একটা মাঝামাঝি অবস্থা। ১৪ শতকের ইংল্যান্ডে শিল্পের প্রসার এবং মানুষের শ্রমজীবনের নতুন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে উদ্ভব সেই শ্রেণির। নতুন নাগরিক রূপান্তর এই শ্রেণির মধ্যে নিয়ে আসে অধিকার সম্পর্কে ব্যক্তি ও সামাজিক আত্মসচেতনতা। মধ্যবিত্ত নামুষ সোচ্চার হয় নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য। এই সচেতনতা মধ্যবিত্তকে আলাদা শ্রেণি হিসাবে হড়ে তুলেছিল। একদিকে জীবনযাপনের নতুন মূল্যাবোধ আদর্শ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট জীবনধারা। তৈরি হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের। ইতিহাসে দেখব ইউরোপে ঐক্যবদ্ধ মধ্যবিত্ত মানুষই রাষ্ট্রে মূলশক্তি হয়ে উঠেছিল।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম সমাজ রূপান্তরের একই নিয়মে ঘটেছে। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যুগে সমাজ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম। মোটামুটি সচ্ছল আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল এই শ্রেণি। ব্রিটিশ শাসনকালে এই শ্রেণির সংখ্যা অল্প হলেও দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই শ্রেণিই মূলত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি যোগদান করেছিল। উশি শতকের বাংলার নবজাগরণের অগ্রভাগেও ছিল এই শ্রেণি। তাদের না ছিল বিত্ত-বৈভব, না তারা দারিদ্র্যে জর্জরিত। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলিই হয়ে ছিল সমাজ সচেতন। এক বিপুল সংখ্যক মানুষ তখন শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে চলে এসেছে চাকরি নির্ভর জীবনে। নয়ত ব্যবসাপাটের জীবিকায়।

স্বাধীনতার পরে আমাদের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে সামাজিক মূল্যবোধ তখন বদলে গেছে অনেক। দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, চালের কর্ডনিং,রেশন ব্যবস্থা পুরনো ধ্যানধারণাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল। এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে পুরানো বনেদিয়ানা শুকিয়ে আসছিল। শহরগুলিতে তৈরি হচ্ছিল নব্য বড়লোক। গ্রাম এবং শহর ঘেঁষা মধ্যবিত্ত তখনও ছিল কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে।ঃয গত ৬০ বছরে উচিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে। কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মধ্যবিত্তের যে আচরণ ছিল তা আর রইল না। আসলে মধ্য আয়ে চলে এলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গতিশীলতার সন্ধান পায়। জীবনের সমস্ত মনোযোগ তখন হয়ে পনে জীবিকা কেন্দ্রিক। ধনোপার্জনের কোনও সুযোগ তারা হারাতে চায় না। বাড়ে প্রতিযোগিতা। তীব্র হয় একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। নিজেকে সমৃদ্ধ করার দৌড়ে এল ঘুষ-দুর্নীতি, কালোবাজারি, লজ্জাহীন স্বার্থপরতা। অন্যকে ডিঙোতে মানুষ নেমে এল মানবিকার তলানিতে। যে সব বৈঠকখানা, রকের আড্ডা ছিল অনাত্মীয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের দিচ্ছেল। আসলে আর্থ সামাজিক যে বিন্যাস তাদের ছিল, এই বিন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক বিন্যাসে থারা প্রবেশ করেছিল। কলকারখানা, অফিসের মাস মাইনের নির্দিষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য তাদের পারিবারিক জীবনকে অন্যভাবে গঠন করছিল। তাদের কাছে খামতি, আশা আকাঙ্ক্ষা, অপূরিত চাহিদার প্রকৃত কারণটি ঠিকবাবে ধরা দেয়নি। কিন্তু বুঝেছিল এই অধরা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যটিকে। ততদিনে ভেঙে পড়েছে যৌথ পরিবার। দিয়েছিল সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার ইঁদুর দৌড়ে। মধ্যবিত্তের বিত্ত বাসনায় বাবা, মা-ও উদ্বৃত্ত। গজিয়ে উঠছে বার্ধক্যের প্রান্তিক আস্তানা বৃদ্ধাবাস। স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের একটিমাত্র সন্তানকে নিয়ে নিজের সংসার। সম্পর্কের দূরত্ব এখানেই থামেনি। একমাত্র সন্তান বিদেশে। বৃদ্ধ বাবা-মা দেশে। পিতৃমাতৃকৃত্য করতে সন্তানের আসাটাও ব্যস্ততার পাহাড়ে আটকে যায়।

মধ্যবিত্তরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নকে ভিত্তি করে মধ্যবিত্তরাই জীবনে পরিবর্তন

লিও টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনা উপন্যাসের শুরুতে রয়েছে সব সুখী পরিবার একই রকম, কিন্তু সব অসুখী পরিবার যার যার মতো করে অসুখী। সুখী অসুখী পরিবারের পৃথক রূপ উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের শ্রেণি বিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বহু কাল ধরে।

যোগস্থাপনের জায়গা, যা ছিল সময়, সমাজ, সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতির সুখকর চর্চার স্থান, সেগুলিতে ক্রমে ভাঙন ধরল। আগ ছিল 'আমার', তারপর শুরু হল 'আমি। এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল 'আমি' এবং 'ওরা'। এই ওরা বলতে পাড়া প্রতিবেশী অথবা দূরস্থ আত্মীয়রা নন, অপেক্ষাকৃত কম রোজগের সহোদর ভাইও আছে। যে সামাজিক সম্পর্ক তারা ধারণ করেছিল তা ধীরে ধীরে আলগা হতে শুরু করে। ঘূণ ধরে সামাজিক মানবিকার অন্দরমহলে। আলগা হয় পারিবারিক বাঁধন, মনন, সংস্কৃতির মেলবন্ধন। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই বাঁধনহীনতা আরও প্রকট হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হওয়ার সময় তার মধ্যে উঁকি দিয়েছে সঙ্কট। আধানিক শিক্ষাদীক্ষা মধ্যবিত্তকে রোজগারের প্রশস্ত রাজপথে শহরামুখী করেছিস, এই আকঙ্ক্ষা তাদের ফেলে আসা জীবনের শিকড়কে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যৌথ জীবনের ঐতিহ্য যতটুকু ছিল তা হয়ে উঠল ভাসরাম্যহীন ও কলহময়। মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল এক সঙ্গে পথ চলা মানুষের পরস্পরকে অতিক্রম করে যাওয়ার অসুস্থ প্রকিযোগিতা। এইভাবে বদলে যাচ্ছিল সম্পর্কের ভিত, সম্পর্কের মূল্যায়ন। এক সময় যে মানুষগুলো পরস্পরের হাত ধরে পথে নেমেছিল নতুন কিছু পাওয়ার বাসনায়, তারাই আবার হাত সরিয়ে নিল। আসলে আত্মীয়তার মূল্যবোধকে অতিক্রম করে গিয়েছিল লোভ আর ব্যক্তিস্বার্থ। মধ্যবিত্তের ভাঙনের কাল শুরু হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের পতন আরও তীব্র হয়েছে। পরিচিতের গণ্ডি অতিক্রম করে মধ্যবিত্ত মানুষ আত্মসর্বস্ব জীনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। নিজের ছোটায় যে সামিল করেছিল নিজের সন্তানসন্ততিদেরও। নিজের ক্ষমতার সীমা বুঝে তাদের ঠেলে আনে। বিশ শতক জুড়ে রাশিয়া, চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম মনিউনিস্ট বিপ্লবের যে আবহ তৈরি করেছিল তার বার্তা পৌঁছেছিল সারা বিশ্বের মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে। আমাদের দেশেরও শ্রমজীবী ও কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সংগঠিত রূপ তৈরি হয়েছে। প্রতিবাদী স্লোগানে ব্যানারে ছেয়ে গেছে গণআন্দোলনের মিছিল। আমাদের স্বাধীনতার সময়পর্ব অতিক্রম করে বামপন্থার আদর্শ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। ছিল নতুন সমাজের স্বপ্ন। মধ্যবিত্তরাই ছিল তার মূল শক্তি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমরা দেখেছি উত্তাল খাদ্য আন্দোলন। মধ্যবিত্তের আবেগে এই আন্দোলন গতি পেয়েছিল। সত্তরের দশকে এসেছিল শত পুষ্প প্রস্ফুটিত করার অস্থির সময়। এ যুগের মধ্যবিত্তের বেকারিত্ব ছিল, অভাব ছিল, তার সঙ্গে ছিল টান টান লড়াইয়ের স্বপ্ন। মার্কিনি ইয়াংকি কালচারকে ভেঙে তারা আনতে চেয়েছিল নতুন সংস্কৃতি। নব্বইয়ের দশকের কমিউনিজমের পত যে উদার অর্থনীতির আগ্রাসন ঘটাল তার ঢেউ আছড়ে পড়ল বিশ্ব জুড়ে, তাতে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৌড় আরও জটিল হয়ে উঠল। আলো নতুন অনিশ্চয়তা। সুখ দুঃখ স্বপ্ন ভরা সংসারের দেওয়ালে ধরল আরও চিড়। উচ্চবিত্তের সন্তানরা যেবাবে কর্পোরেট জগতে জায়গা করে নিতে থাকল সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হল না। মধ্যবিত্তের কাছে তা আজও অধরা। গত তিরিশ বছরে সমাজজীবন আরও পাল্টে গেছে। মনন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন মানুষকে উৎসবে আনন্দে একত্রিত করত, সেই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোতেও ফিকে রং ধরেছে। সাহিত্য কবিতায় মানবিক টানাপোড়েনের মধ্যবিত্ত মানুষও হারিয়ে গেছে। নরেন মিত্র, রামপাদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যবিত্ত চরিত্রদের পদরেখাও প্রজন্মের কাছে দূসর হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির বিবর্তন আছে, ক্রমোন্নতি আছে আবার ক্রমাবনতি আছে। কিন্তু ওই অস্থির সময়ের এতো উত্থান পতনের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষের এই বেঁচে থাকার দৌড়ে মানুষ কোথায় পৌঁছবে।

মধ্যবিত্ত মানুষ অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে পারে, যে স্বপ্ন পৃথিবীর অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। এই স্বপেনের সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্নও জুড়ে যায়। এখানে স্বপ্নের সুযোগ হয়ত কম তবুও প্রতিদিন তার জীবন সংগ্রামের অপেক্ষায় তৈরি হয় স্বপ্নের বীজ। এই বীজ বুনতে বুনতেই কেটে যায় জীবনের অনেকটা সময়। স্বপ্নকে আগালে রেখেই তার বাঁচা। একদিন সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে এই আশায় বয়সের অনেকটাই সময় পার করে আসে। স্বপ্নকে বেঙেচুরে আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন নতুন করে স্বপ্ন বোনে। এর মধ্যেই বেঁচে থাকে জীবনে বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় : শেখ হাসিনা

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি পঙ্গু করার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে আবার ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করতে দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক তান্ডবলীলা চালানো হয়। দেশব্যাপী কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত ও শিবিরের সহিংসতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,এটা করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দেশকে আবার ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করা। এটাই বোধ হয় এর পেছনে তাদের ষড়যন্ত্র।এভাবে আর কেউ যেন কোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে না পারে, সেই জন্য সবাইকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে সন্ত্রাসী হামলায় আহতদের দেখতে শেরেবাংলা নগরের পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর) পরিদর্শন শেষে আবেগঘন কণ্ঠে এই কথা বলেন।

সরকার প্রধান বলেন, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতেই এই ষড়যন্ত্র। দেশের মানুষকেই এই সহিংসতার বিচার করতে হবে। কোটা আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'র জন্যই এত মানুষ হতাহত হলো। এইভাবে আর কেউ যেন কোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে না পারে, সেই দিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আহতদের চিকিৎসার জন্য যা যা লাগবে করে দেব এবং করে দিচ্ছি। যাদের অঙ্গহানী হয়েছে, তাদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের ব্যবস্থা নেবে তাঁর সরকার। যাতে তারা আবার সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করতে পারে। নিজেদের কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, আমাদের সাধ্যমত আমরা করে দেব, কিন্তু দেশবাসীর কাছে আমি বিচার চাই। অপরাধটা কি করেছি? এই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আর কেউ যেন এই দেশে চালাতে না পারে, সেই জন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই। শেখ হাসিনা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। আহতদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবেগাপ্লুত হতে দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রী আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

নিটোর পরিচালক অধ্যাপক ড় কাজী শামীম উজ্জামান আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন।

সরকার প্রধানের সঙ্গে এই সময় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মো. নাঈমুল ইসলাম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মহাখালীতে অবস্থিত সেতু ভবন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ সংশ্লিষ্টরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন। সরকার প্রধান একইসঙ্গে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজার ধ্বংসযজ্ঞও পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'র ফল আজকের এই অবস্থা। জালিয়ে পুড়িয়ে সব একদিকে ছারখার। আর কত মানুষ প্রাণ হারাল, কতগুলো মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার পরেও তাদের সেই শাটডাউন কেন শেষ হচ্ছে না তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

তিনি বলেন, ২০০১ সালেও বিএনপি-জামায়াত এই রকম তান্ডবলীলা চালিয়েছিল। আওয়ামী লীগের প্রায় ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়। কত মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছে, হাত-পা কেটে দিয়েছে, চোখ তুলে নিয়েছে, অত্যাচার-নির্যাতন ও নারীদের পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবার ২০১৩, '১৪ ও '১৫ সালে অগ্নিসন্ত্রাস। চারিদিকে আগুন লাগানো, গাড়ির মধ্যে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা। আবার ২০২৩ সালে পিটিয়ে পুলিশ হত্যা। নেতা-কর্মী মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখা, বার বার পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা-এটা কোন ধরনের রাজনীতি আমি জানি না। তিনি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আহতদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও শেখ হাসিনা বলেন, যেখানে আমি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছি, মানুষের জীবন মান উন্নয়ন করেছি। ২০০৮ সালের আর আজকে ২০২৪ সালের বাংলাদেশএক নয়, আমাদের অর্থনীতি কত উপরে উঠে গিয়েছিল, সেই অর্থনীতিটাকে পঙ্গু করে বাংলাদেশকে আবার ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে বিএনপি-জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা। এটাই বোধ হয় এর পেছনের ষড়যন্ত্র।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশকে যখন একটা জায়গায় নিয়ে আসলাম, তখন জল্খালাও পোড়াও চারিদিকে। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে সেবা দেয়, সেইগুলোর উপর বেশি তান্ডবলীলা চালানো হয়। মেট্রোরেলে চড়ে কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ গন্তব্যে পৌঁছাতে এবং ফিরতে পারতো। সেখানে শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, সাধারণ মানুষ সকলেই যেতে পারতেন। সেই স্টেশনগুলো ধ্বংস করে এখন আবার ট্রাফিক জ্যাম আর মানুষের কষ্ট। কোভিড-১৯ চলাকালে যে হাসপাতালে মানুষ চিকিৎসা পেয়েছে সেখানেও আগুন দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা এভাবে আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে আবারও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল তাদের বিচার এদেশের মানুষকেই করতে হবে। আমি শুধু সকলের সহযোগিতা চাই। আর কোন মায়ের কোল খালি হোক, তা আমি চাই না। আমিতো বাবা-মা সব হারিয়েছি। আমিতো জানি হারাবার কত কষ্ট। তিনি বলেন, সেই কষ্ট বুকে নিয়েই '৭৫ এর পর রিফিউজি হিসেবে প্রবাস জীবন কাটাতে বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলে এক রকম জোর করেই '৮১ সালে বাংলার মানুষের জন্য দেশে ফিরে আসেন। নিজের ছোট ছোট সন্তানদের রেখে দেশে ফিরে আসার স্মৃতি রোমন্থন করে বাষ্পরুদ্ধ ন্ঠে জাতির পিতার কন্যা বলেন, আমি আমার সন্তানদের জন্য কতটুকুই বা করতে পেরেছি, নিজেরা চাকরি-বাকরি করে নিজেদের লেখাপড়া করেছে। কিন্তু বাংলার মানুষের জন্য করেছি। আজ অন্তত বাংলার মানুষের ভাত কাপড়, চিকিৎসা, কাজের ব্যবস্থা সবইতো করে দিচ্ছিলাম। যখন আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলাম, তখন আবার এই তান্ডব করে। ঠিক যে জায়গাগুলো মানুষকে সেবা প্রদান করে সেই জায়গাগুলোতেই আঘাত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করাই কী তাঁর অপরাধ? সেই প্রশ্ন দেশবাসীর প্রতি ছুঁড়ে দেন তিনি। আমি চাইনা আর কোন মানুষের ক্ষতি হোক, আর দেশবাসী এভাবে অসহায় হয়ে যাক।

বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গিরা সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। তিনি বলেন, একটি মহল সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। এখনো বহির্বিশ্বে বসে কিছু লোক সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মানুষকে উস্কে দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। মন্ত্রী এসব গুজবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সঠিক তথ্য প্রকাশ করার আহ্বান জানান।

শনিবার দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুস্কৃতকারীদের নাশকতা ও সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নরসিংদী জেলা কারাগারসহ বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে অস্ত্র লুট করে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশের কাছ থেকে লুটকৃত অস্ত্র বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গিরা পুলিশের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করেছে। আসাদুজ্জামান খান বলেন, কোটা আন্দোলনের সময় পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা অনেক ধৈর্য্যসহকারে কাজ করেছে। গত ১৯ জুলাই আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে গিয়ে বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গিরা পুলিশের বিশেষায়িত সংস্থা পিবিআই অফিস, পাসপোর্ট অফিস, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পুলিশ বক্সসহ নানা স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ২০ জুলাই সিদ্ধিরগঞ্জের মা হাসপাতাল, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, হাইওয়ে পুলিশ ব্যারাক, শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ বক্সে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া মদনপুর সার্কেল অফিসে হামলা, ৬ পুলিশকে পিটিয়ে গুরুতর জখম ও মদনপুর পুলিশ বক্স ভাংচুর করে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগরভবনে অগ্নিসংযোগ, সদর থানা, নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ অফিসসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। মন্ত্রী বলেন, আন্দোলনকারীদের মূল টার্গেট ছিল পুলিশ, সাংবাদিক এবং আওয়ামী লীগের কর্মীরা। দুইজন সাংবাদিকসহ কয়েকজন পুলিশকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে।

গাজীপুরের জনপ্রিয় সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের পিএসকে পিটিয়ে হত্যা করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে তা-ও আপনারা দেখেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা আশা করেছিলাম ছাত্ররা সরকারের উদ্যোগ ও উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা সেটি করেননি। এতেই প্রমাণ হয় আন্দোলন আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল না। তিনি বলেন, জামায়াত-বিএনপি স্বাধীনতা চায়নি। তারা দেশকে অকার্যকর করার জন্য এবং দেশে জঙ্গিবাদ উত্থান ঘটানোর জন্য আন্দোলনের নামে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। আন্দোলনকারীরা তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা দেশের সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে তারা দেশের জনগণের শত্রু ও জাতির শত্রু। কোটা আন্দোলনের তিন সমন্বয়কের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেফ কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব জাহাংগীর আলম, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, ডিএমপি'র কমিশনার হাবিবুর রহমান, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল প্রমুখ।

হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর মায়াকান্না জনগণের সঙ্গে প্রতারণার আরেকটি নজির: বিএনপি মহাসচিব ফখরুল

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মায়াকান্না' দেখিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনাও করেন তিনি।শনিবার (২৭ জুলাই) এক বিবৃতিতে ফখরুল বলেন, শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের তিন সমন্বয়কারীকে একটি হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে গেছে গোয়েন্দা পুলিশ। সেখানে তাদের মধ্যে দুইজন চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এ ধরনের অমানবিক ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড চলমান সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে। সাম্প্রতিক দেশব্যাপী সহিংসতায় আহতদের দেখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'গুলিবিদ্ধ ও পঙ্গু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে দেখতে যাওয়া, মায়াকান্না দেখানো এবং সহায়তার কথা বলা জনগণের সঙ্গে প্রতারণার আরেকটি নজির।'বিএনপির এ নেতা বলেন, 'তাই দেশ ও দেশের জনগণকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সব হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'তিনি বলেন, সরকার জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে এবং জনরোষ এড়াতে রেলসহ সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে এবং দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। এ অবস্থায় মানুষ ''কাজ না পেয়ে অনাহারে'' রয়েছে উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, দ্রব্যমূল্য দিন দিন ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। 'জাতি এ অবস্থা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ চায় এবং এর রাজনৈতিক সমাধান জরুরি।'

বিরোধীদের দমন করতে সরকার ''মধ্যযুগীয় বর্বরতার পথ'' বেছে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।তিনি বলেন, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে রিমান্ডে নিয়ে আদালতে আনার যে চিত্র গণমাধ্যমে এসেছে তা যেকোনো বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেবে। রিমান্ডে তাকে এমন নির্যাতন করা হয়েছে যে, তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে শুক্রবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতাল থেকে ডিবি পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তারা চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মিরর এশিয়ার ঢাকা প্রতিনিধি সাঈদ খানকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে রাতভর নির্যাতন চালানো হয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে অবৈধ ফ্যাসিবাদী সরকার মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। আমরা এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। গ্রেপ্তারদের অবরুদ্ধ করে রাখতে নানা গল্প তৈরি করা হচ্ছে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলন দমন করতে সরকার শুরু থেকেই ''ক্ষমতাসীন দলের গুণ্ডাদের'' ব্যবহার করেছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তরুণ ছাত্রদেরও নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আইডি কার্ড দেখানোর পরও তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা তাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়।' বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব তার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্পর্কে ''ভুল তথ্য'' প্রচারের জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'তারেক রহমানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকার প্রধান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্যসহ আওয়ামী লীগের নেতারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক গল্প ছড়াচ্ছেন। কিন্তু দেশের মানুষ তা বিশ্বাস করে না।'

ক্যান্সারের অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, বাম আমলের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। শনিবার সকাল পৌনে ৭টা নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশ্বনাথবাবু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। গত সপ্তাহেই বিশ্বনাথের অসুস্থতার খবর পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ জুলাই এসএসকেএমে ভর্তি করানো হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। সেখানেই শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।বাম আমলের মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ। টানা সাত বার বালুরঘাট থেকে আরএসপি-র টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩৪ বছরের বাম শাসনকালের মধ্যে প্রায় আড়াই দশক ধরে মন্ত্রিত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কারা ও সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে প্রথম বার বিধায়ক হন বিশ্বনাথ। ২০১১ সালে তৃণমূলের শঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন তিনি।

অসমের টংলা রেলস্টেশনের পুনর্বিকাশ, ব্যয় ধার্য্য ১৪.১৪ কোটি টাকা

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের সুবিধাবলি আরও বাড়াতে ২০২৪-২৫-এর বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের টংলা রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনের পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে রঙিয়া-রাঙাপাড়া সেকশনের মধ্যে অবস্থিত ওদালগুড়ি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন টংলা। রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং দুটি লিফট ও একটি পাঁচ মিটার চওড়া ওভারব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লক পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্য্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।প্রেসবার্তায় তিনি জানান, ওই সব কাজের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজও শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে। এই স্টেশনের উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, দাবি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দের।

নভি মুম্বইয়ে ভেঙে পড়লো তিন-তলা বাড়ি, সুরক্ষিত উদ্ধার দু''জন

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিগত কিছু দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে মুম্বইয়ে। এই বৃষ্টির মধ্যেই শনিবার সকালে নভি মুম্বইয়ে ভেঙে পড়লো একটি তিন-তলা বাড়ি। শনিবার সকাল ৪.৫০ মিনিট নাগাদ নভি মুম্বইয়ের শাহবাজ গ্রামে ভেঙে পড়ে বাড়িটি। বাড়িও ভেঙে পাওয়ার খবর মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ইতিমধ্যেই দু''জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।নভি মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কমিশনার কৈলাস শিন্ডে বলেছেন, 'সকাল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ বাড়িটি ভেঙে পড়ে। দু''জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও দু''জন সম্ভবত চাপা পড়ে রয়েছেন। এনডিআরএফ-এর টিম ঘটনাস্থলে রয়েছে। নভি মুম্বইয়ের ডেপুটি ফায়ার অফিসার পুরুষোত্তম যাদব বলেছেন, 'আমরা সকাল ৪.৫০ মিনিট নাগাদ একটি বিল্ডিং ভেঙে পড়ার খবর পেয়েছি। দু''জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। দু''জন আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাঁদের উদ্ধারে উদ্ধার অভিযান চলছে।'

বৃষ্টি-ভেজা রাতে শুরু প্যারিস অলিম্পিক, শ্যেন নদীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মন কাড়ল বিশ্বের

প্যারিস, ২৭ জুলাই (হি.স.): বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্যারিস অলিম্পিকের সূচনা হয়েছে। শুক্রবার রাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই প্রত্যক্ষদর্শীরা শ্যেন নদীর ধারে এই অনুষ্ঠানে ভিড় জমান। ফরাসী রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ অলিম্পিক গেমসের সূচনা করেন। প্রায় ৭ হাজার ক্রীড়াবিদ শ্যেন নদীতে ১০০টির মতো নৌকোয় প্যারেডে সামিল হন। অলিম্পিকের মশাল প্রজ্জ্বলন করেন তিনবারের জুডো চ্যাম্পিয়ান টেডি রাইনার।প্যারিসে ত্রয়োদশ অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের শরথ কমল ও পি ভি সিন্ধু নেতৃত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের ব্যতিক্রমী নৈপুণ্যের মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবেন।ভারতীয় সময় রাত ১১টা থেকে শুরু হয় প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ফ্রান্সের অন্যতম সেরা ফুটবলার জিনেদিন জিদানের হাতে ছিল অলিম্পিকের মশাল। যা তিনি তুলে দেন তিন শিশুর হাতে। তাঁদের হাত থেকে সেই মশাল চলে যায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে। গোটা অনুষ্ঠানে জুড়ে তাঁর মুখ ছিল ঢাকা।

যে সময় অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন ফ্রান্সে বিকেলের পড়ন্ত সূর্য্যের আলো রয়েছে। কিন্তু মেঘলা আকাশের কারণে রংহীন মনে হচ্ছিল ভালবাসার শহরকে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তামিলনাড়ুকে ক্রমাগত অবহেলা করছে : এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৭ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার বঞ্চনার অভিযোগ আনলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। আর সেই কারণেই নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ এনে স্ট্যালিন বলেছেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তামিলনাড়ুকে ক্রমাগত অবহেলা করছে।'এক ভিডিও বার্তায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তা তামিলনাড়ু এবং বিজেপিকে বয়কট করা লোকজনের বিরুদ্ধে

কথা বলছিলাম, তখন মাইক বন্ধ করা হয়েছে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ মমতার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। আর বৈঠকে যোগ দিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তিনি। মমতা বলেছেন, 'আমি কথা বলছিলাম, তখন মাইক বন্ধ করা হয়েছে।' রাষ্ট্রপতি ভবনের কালচারাল সেন্টারে এদিন নীতি আয়োগের বৈঠক হয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে মমতা বলেছেন, 'আমি কথা বলছিলাম, আমার মাইক বন্ধ করা হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে কেন বাধা দিলেন, কেন বৈষম্য করছো। আমি যে বৈঠকে যোগ দিচ্ছি, তাতে আপনাদের খুশি হওয়া উচিত। বিরোধী দল থেকে শুধুমাত্র আমিই আছি এবং আপনারা আমাকেও কথা বলতে বাধা দিচ্ছেন...এটা শুধু বাংলার অপমান নয়, সব আঞ্চলিক দলেরও অপমান।'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'আমি বলেছি আপনাদের (কেন্দ্রীয় সরকার) রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈষম্য করা উচিত নয়। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে মাত্র ৫ মিনিট কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমার আগে লোকেরা ১০-২০ মিনিট কথা বলেছিল।

কর্মসংস্থান ও মধ্যম বর্গের প্রগতিই বাজেটের লক্ষ্য : মনসুখ মান্ডভিয়া

রায়পুর, ২৭ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তাঁর কথায়, কর্মসংস্থান ও মধ্যম বর্গের প্রগতিই বাজেটের লক্ষ্য। শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার তৃতীয়বারের মতো গঠিত হয়েছে...প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের তৃতীয় মেয়াদে এটিই প্রথম বাজেট পেশ করা হয়েছে।'মনসুখ মান্ডভিয়া এরপরই যোগ করেছেন, 'বাজেটের লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কথা বললে থুতু ছিটকে বেরোয় কোন ঝুঁকি দানা বাঁধছে শরীরে

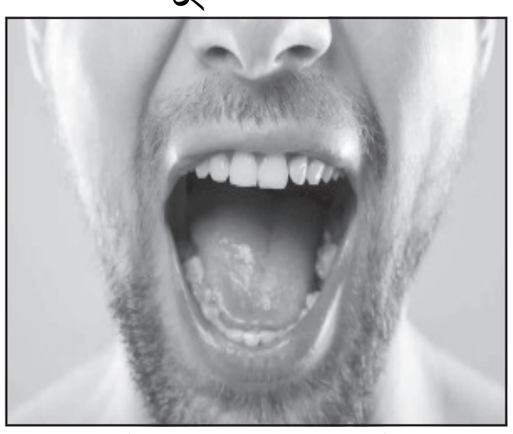

কথা বলতে গেলেই মুখ থেকে থুতু ছিটকায়? ধরুন, অফিসের মিটিং চলছে। আপনি তাড়াহুড়ো করে কিছু বলতে গেলেন, আর অমনি থুতু ছিটকে সামনের ব্যক্তির গায়ে গিয়ে পড়ল। আপনিও অপ্রস্তুত, আর তিনি হয়তো মনে মনে রেগে আগুন। বিরক্তও। বাকিরা হয়তো মুখ টিপে হাসাহাসি করছেন। এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় অনেককেই।

এক আধদিন এমন হতে পারে। কিন্তু যখনই কথা বলছেন, তখনই যদি মুখ থেকে থুতু ছিটকে বেরোয়, তা হলে সতর্ক হতে হবে। অফিসে কেবল নয়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, যে কোনও অনুষ্ঠান বা পার্টিতে গিয়ে যদি এমন পরিস্থিতিতে বার বার পড়তে হয়, তখন আর বিড়ম্বনা শেষ থাকে না।

পক্ষাঘাতে মুখ বেঁকে যাওয়া, বড় কোনও অসুখ থেকে উঠলে অথবা মুখগহ্বরের জটিল রোগ হলে এমন হতে পারে। কিন্তু কোনও অসুখবিসুখ ছাড়াই যদি এই সমস্যা দেখা দিতে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে রোজকার যাপনে এমন কিছু ভুল হচ্ছে, যা এই সমস্যার কারণ। আমাদের মুখগহ্বরে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে "প্যারোটিড", "সাবম্যান্ডিবুলার" ও "সাবলিঙ্গুয়াল"। তা ছাড়া আরও অজস্র ছোট ছোট লালা গ্রন্থি রয়েছে। কথা বলার সময়ে, খাবার খাওয়ার সময়ে এই লালা গ্রন্থিগুলি থেকে লালা রস নিঃসরণ হয়। লালা মুখের ভিতরকে পিচ্ছিল ও আর্দ রাখে, খাবার গিলতে সাহায্য করে। লালা নিঃসরণের নির্দিষ্ট হার আছে। কিন্তু যদি বেশিমাত্রায় ক্ষরণ শুরু হয়, তখনই তা ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সেটি কেন হয়? অনেক কারণ আছে। কথা বলার সময়ে জিভ জড়িয়ে যায় অনেকের। সে ক্ষেত্রে লালা ক্ষরণের হার বেড়ে যায়। যাঁরা বড় অসুখ থেকে উঠেছেন অথবা এমন কিছু ওষুধ খাচ্ছেন যা মুখের পেশীকে দুর্বল করে দেয়, তার জন্য এমন হতে পারে।

খুব বেশি চিনি জাতীয় খাবার খেলেও, লালা নিঃসরণের হার বেড়ে যায়। তাই এমন খাবার এড়িয়ে চলুন, যাতে খুব বেশি চিনি দেওয়া আছে। প্যাকেটজাত পানীয়তেও চিনির মাত্রা বেশি। তাই সে সব খাওয়াও বন্ধ করতে হবে।

বেশি তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলেও এমন হতে পারে। খুব বেশি ঝাল খেলে বা রোজ বেশি মশলা দিয়ে রান্না খাবার খেলে লালা ক্ষরণের হার বেড়ে যেতে পারে। টক জাতীয় খাবার, আচার এ সব বেশি খেলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কী ভাবে সমস্যা দূর হবে?

১) কথা বলার আগে ঢোক গিলে নিন। কথা বলার সময়ে খেয়াল রাখুন, মুখে বেশি লালা জমে যাচ্ছে কি না। তা হলে থুতু গিলে কথা বলুন।

২) বেশি তাড়াহুড়ো করে কথা বলবেন না। ধীরেসুস্থে কথা বলুন। দ্রুত কথা বললে, লালা নিঃসরণের হার বেড়ে যায়। মুখের পেশিগুলিও অনিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে তখন থুতু ছিটকে বেরোবেই।

৩) খুব বেশি চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার, ভাজাভুজি খাবেন না।

৪) থুতু বেরোনোর সমস্যা থাকলে, বাড়িতে কাছের মানুষজনের সামনে কথা বলে অভ্যাস করুন লালা নিঃসরণ আটকাতে। দেখুন কতটা ধীরে কথা বললে এই সমস্যা হবে না। প্রয়োজনে জল খেয়ে নিন। মুখের ভিতর লবঙ্গ রেখেও চেষ্টা করতে পারেন।

৫) যদি দেখেন, এই সমস্যা দূর হচ্ছে না, কথা বলার সময়ে মুখের পেশি কাঁপছে অথবা ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে, তা হলে চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে। অনেক সময়ে এটি পারকিনসন্স রোগেরও পূর্বলক্ষণ হতে পারে।

৬০ ছুঁইছুঁই অক্ষয়ের বিপরীতে থাকেন কমবয়সি নায়িকারা

ঋতু বদলায়, বয়স বাড়ে কিন্তু অক্ষয় কুমারের চেহারায় কোনও পরিবর্তন আসে না। ৫৭ বছরের অক্ষয় বলিউডের তরুণ অভিনেতাদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেন। বলিউডে তিন দশক পার করেছেন তিনি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে অন্যদ কোনও চরিত্রে নয়, নায়ক হিসাবেই বড় পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ফিটনেসের কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অক্ষয় নিজের মুখে জানিয়েছেন, জীবনে একটাই জিনিস তিনি চান। যত দিন বাঁচবেন, যেন এখনকার মতোই শারীরিক ভাবে ফিট থাকতে পারেন। নিজেকে ফিট রাখতে পরিশ্রম কম করেন না অক্ষয়। ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট এই তারকার জীবনযাপনও অনুপ্রেরণা জোগায়। সিগারেট খান না। মদ্যপান করেন না। কড়া ডায়েট করেন। শরীরচর্চার প্রতি সব সময়েই আলাদা করে নজর অভিনেতার। জিমে যাওয়া থেকে সাঁতার কাটা বাদ রাখেন না কিছুই।

চায়ের সঙ্গে চিনি না গুর কোনটা ভাল

সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ ধূমায়িত চা ছাড়া আলস্য যেন কাটতেই চায় না। গল্প হোক বা রাজনৈতিক তর্ক, কর্মক্ষেত্রে কাজের বিরতি, এক কাপ চা চা-ই চাই। কিন্তু এক কাপ করে সারা দিনে যাঁদের বহু কাপ চা হয়ে যায়, চায়ের সঙ্গে চিনিও কিন্তু ততটাই শরীরে যায়। এত চিনি খাওয়া তো মোটেই ভাল নয়। তবে কি চিনির বদলে গুড় মেশাবেন?

চিনি না গুড়

খেজুর বা আখের রস থেকে গুড় পাওয়া যায়। পুষ্টিগুণের বিচারে গুড় চিনির চেয়ে অনেক এগিয়ে। গুড়ে আয়রন, ক্যালশিয়াম-সহ নানা প্রকার খনিজ থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল চায়ের সঙ্গে গুড় খেলে কি উপকার হবে? ওজন কমানোর জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন, তাঁদের কি কোনও সুবিধা হবে?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, চায়ের মধ্যে গুড় দিলে, গুড়ে থাকা পুষ্টিগুণ শরীর শোষণ করতে পারে না। ফলে গুড়ের পুষ্টিগুণ সঠিক ভাবে কাজে লাগে না। শরীর, গুড় না চিনি কোথা থেকে শর্করা পাচ্ছে, সেটা বড় কথা নয়, দুটোতেই শরীরে শর্করাই ঢুকছে। চিনির বদলে গুড় কেউ ব্যবহার করতেই পারেন, তবে তাতে শর্করার মাত্রার কিছু হেরফের হবে না। এমনকি, গুড়ের বদলে মধু ব্যবহার করলেও চায়ে কোনও বাড়তি পুষ্টিগুণ জুড়বে না। কারণ, চায়ে থাকা উপাদান শরীরে খনিজ বা পুষ্টি শোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাই শর্করা বর্জন করতে হলে চিনি, গুড় দু'টিই বাদ দেওয়া ভাল।

কোনও কোনও পুষ্টিবিদ মনে করেন, খালি পেটে চা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না। বরং খাবার খেয়ে চা খাওয়া উচিত। সারা দিনে চা খাওয়ারও মাপ থাকা উচিত। ক্যাফিন জাতীয় পানীয় অতিরিক্ত খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। পাশাপাশি, রাতে চা খেলে ঘুমেরও সমস্যা হতে পারে।

কাঠের আসবাব, ঝাড়লণ্ঠন থেকে পর্দার রং, কী ভাবে সাজালে ঘর পাবে এক রূপ?

আধুনিক জীবনে যখন সব কিছুই দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন অনেকেই পুরনো দিনের আভিজাত্য ও সৌন্দর্যে ফিরে যেতে চান। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা দেখা যায়। সাবেকি কায়দায় ঘর সাজানো মানে শুধু পুরনো জিনিস ব্যবহার করা নয়, বরং সেই সময়ের সৌন্দর্যবোধ, রং, আলো এবং ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন এক আবহ তৈরি করা।

সাবেকি কায়দায় ঘর সাজানোর কিছু উপায়:

ঘরের আসবাব নির্বাচন: কাঠের তৈরি পুরনো আলমারি, টেবিল, খাট, আরামকেদারা ঘরকে সহজেই একটা সাবেকি চেহারা দিতে পারে। যদি পুরনো আসবাব না পাওয়া যায়, তা হলে নতুন আসবাব আগেরকার দিনের নকশায় তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে, তাতেও সহজে পাওয়া যায় একটা ঘরে সাবেকি আবহ।

দেওয়াল: দেওয়ালে পুরনো ছবি, আয়না বা কাঠের তৈরি শিল্পকর্ম লাগানো যেতে পারে। দেওয়ালে হালকা রং ব্যবহার করে, তার উপর সাদা রঙের নকশা দিয়ে সাবেকি আবহ তৈরি করা যায়।

আলো: মাটির বা কাচের তৈরি বাতিদান, মোমদানি, ঝাড়লণ্ঠন ঘরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্দা: সুতি বা মসলিনের তৈরি, হাতের কাজ করা পর্দা ব্যবহার করে ঘরে একটা আবহ তৈরি করা যায়।

মেঝে: মেঝেতে ভারী কাজ করা গলিচা বিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ঘর সাজানোর জিনিস: পুরনো ঘড়ি, মূর্তি, হাতে বোনা কাপড়, লেখার টেবিলে পুরনো দিনের লেখার সরঞ্জাম, দোয়াত, কালি, পুরনো বই এ সব রাখা যেতে পারে। হাতের কাজ করা বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকা, কুরুশের কাজ করা টেবিল ও আয়নার ঢাকা ব্যবহার করে ঘরে একটা পুরনো দিনের চেহারা আনা যায়। বইয়ের তাকে বেছে বেছে বাঁধাই করা বই রাখা যেতে পারে। ঘরে গ্রামাফোন, টাইপরাইটার, হাতপাখা, হাতলণ্ঠন, মাটির পুতুল, এই ধরনের জিনিস দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সাবেকি কায়দায় ঘর সাজাতে হলে একটু ধৈর্য এবং সৃষ্টিশীলতা প্রয়োজন। একে একে এই সব জিনিস জোগাড় করতে হবে, সবশে যে জায়গামতো ব্যবহার করে চমৎকার সাবেকি কায়দায় সাজিয়ে ফেলা যায় শোয়ার বা বসার ঘর।

প্রিয় মানুষের অবসাদ পোষ্য সারমেয়র মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে

কোনও কারণে মনখারাপ, কারও সঙ্গে হয়তো মান-অভিমান হয়েছে। বাড়ি ফিরে কারও সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগছে না। ঘরে পা রাখা মাত্রই যে পোষ্য সারমেয়টি গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে-ও কেমন নিরুত্তাপ। প্রিয়জনের কষ্টে পোষ্য সারমেয়র মনখারাপ হয় কেন?

"সায়েন্টিফিক রিপোর্টস" জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র বলছে, প্রিয়জনের মনখারাপ, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের গন্ধ পায় পোষ্যেরা।

যে কারণে পোষ্যদের মানসিক স্থিতি নষ্ট হয়। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিকোলা রুনি বলেন, "পোষ্যের মালিকেরা জানেন তাঁদের সঙ্গে পোষ্যের আবেগ, অনুভূতি কী ভাবে জড়িয়ে থাকে। তবে আমরা এই গবেষণায় গন্ধের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। প্রিয় মানুষটির মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা অবসাদের গন্ধ উপলব্ধি করতে পারে পোষ্য সারমেয়রা।"

মানসিক চাপ বা অবসাদগ্রস্ত মানুষের সঙ্গ কী ভাবে পোষ্য সারমেয়র মনে নেতিবাচক ছাপ ফেলে তা দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা ১৮ জোড়া সারমেয় এবং তাঁদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করেন। সারমেয়দের একটি দলকে রাখা হয়েছিল অভিভাবকদের থেকে দূরে। মানসিক চাপ বা উদ্বেগ-মুক্ত করে। সেখানে পোষ্যদের সঙ্গে ছিল খেলার সামগ্রী, খাবার এবং খোলামেলা পরিবেশ। আর অন্য দলটিকে রাখা হয়েছিল তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। দেখে বোঝা না গেলেও ঘাম, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে পোষ্যেরা উদ্বেগ টের পাচ্ছিল। মুখের সামনে পছন্দের খাবার ধরলেও সেই দলে থাকা সারমেয়রা সেই খাবার গ্রহণ করত না। মনে আনন্দও ছিল না পোষ্যদের।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, অবসাদের গন্ধে কেবল আচরণ নয়, সারমেয়দের স্বাভাবিক জীবনও ব্যাহত হতে পারে। পছন্দের খাবার খেতেও অনীহা প্রকাশ করতে পারে তারা। মানুষের নেতিবাচক ব্যবহার পোষ্য সারমেয়দের মনে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পোষ্যের অভিভাবক, প্রশিক্ষকদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

কাঠবাদাম, আখরোট-সহ রকমারি বাদাম কী ভাবে সংরক্ষণ করবেন?

কাঠবাদাম থেকে আখরোট, পেস্তা, রকমারি বাদাম পুষ্টিগুণে ভরপুর। এতে থাকে "হেলদি" বা "গুড ফ্যাট", যা শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ো। ভিটামিন, খনিজে ভরপুর রকমারি বাদাম শুধু শরীর নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও কার্যকর। কিন্তু জানেন কি, সঠিক ভাবে সংরক্ষণের অভাবে রকমারি বাদামের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ কমে যেতে পারে!

কেন কমে যায় পুষ্টিগুণ?

পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলছেন, আখরোট থেকে কাঠবাদাম, রকমারি বাদামে থাকে "আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড"। যা বাতাসে থাকা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে খোয়াতে পারে স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টিগুণ। তা ছাড়া বর্ষায় গরম তো থাকেই, পাশাপাশি আর্দতাও বেড়ে যায়। উষ্ণ ও আর্দ আবহাওয়ায় ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাকের বাড়বাড়ন্ত হয়। তার জেরে বাদাম কেন, যে কোনও মশলাপাতিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণত, ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচেই বাদাম ভাল থাকে। তাই শম্পার পরামর্শ, রকমারি বাদাম ফ্রিজে রাখলেই ভাল।

কেন ফ্রিজে ভাল থাকবে?

ফ্রিজে ঠান্ডা ও বাইরের বাতাস না থাকার দরুন বাদাম চট করে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসবে না। বাইরের আর্দতাও ভিতরে আসবে না। ফলে দীর্ঘদিন ভাল থাকবে বাদাম। পুষ্টিগুণও বজায় থাকবে। ফ্রিজেও কী ভাবে রাখলে দীর্ঘদিন ভাল থাকবে? ১. যেহেতু ফ্রিজ বার-বার খোলা-বন্ধ করা হয়, তাই বায়ু নিরোধক পাত্রে বাদাম রাখলে তা বেশিদিন ভাল থাকবে। পুষ্টিবিদ বলছেন, সাধারণত তিন-চার মাস এ ভাবে রাখলে ভাল থাকে বাদাম।

২. পাশাপাশি একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ বাদাম কিনলে মেয়াদউত্তীর্ণ তারিখ দেখে নিন। সেই মতো সঠিক কৌটোয় ভরে সংরক্ষণ করুন।

৩. নিয়মিত বাদাম ব্যবহার করলে, ছোট কৌটোয় অল্প পরিমাণে সংরক্ষণ করুন। কারণ, যতবার কৌটো খোলা হবে, ততবার বাদাম বাইরের উষ্ণ ও আর্দ হাওয়ার সংস্পর্শে আসবে।

ঠান্ডা বাদামই কি খাবেন?

ঠান্ডা বাদাম না খেয়ে ঘরের তাপমাত্রায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। স্বাদ বৃদ্ধি করতে, ঘি দিয়ে সাঁতলে বাদাম খেতে পারেন। আবার বাদাম ভিজিয়েও খেতে পারেন।

কোটি কোটি জীবাণু বাসা বাঁধে ইয়ারফোনে

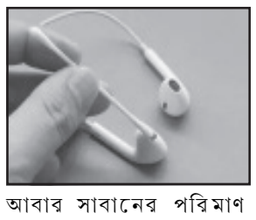

রাস্তায় তো বটেই, বাড়িতেও দীর্ঘ ক্ষণ হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই জানেন না, এই হেডফোন বা ইয়ারফোন জীবাণুর আঁতুড় ঘর। কী দিয়ে পরিষ্কার করা যায় ইয়ারফোন?

সাদা ইয়ারফোন নিয়ে জেরবার হন অনেকেই। কারণ অল্প দিন যেতে না যেতেই নোংরা হয়ে যায় এই ইয়ারফোন। কালচে ইয়ারফোন বা কালচে তার অন্যের সামনে ব্যবহার করতে সংকোচ হয়। আবার পরিষ্কার করতে গেলেও ভয়, বিগড়ে না যায়! শুধু জল, নাকি সাবান, নাকি অন্য কিছু, কী দিয়ে পরিষ্কার করবেন হেডফোন? ১) সাদা রবারের ইয়ারফোন বা চার্জারের তার পরিষ্কার করার সবচেয়ে ভাল উপাদান হল, বাসন মাজার তরল সাবান।

২) এই তরল সাবান জলে মিশিয়ে নিন। যাতে অল্প ফেনা হয়, সেই পরিমাণে মেশান। আবার সাবানের পরিমাণ বেশি হলে তারের গায়ে সাবানের ছোপ থেকে যাবে।

৩) এ বার ওই মিশ্রণে নরম কাপড় ভিজিয়ে নিন। সেই কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করুন হেডফোনটি।

৪) ইয়ারফোন বা চার্জারের তারটিকে জলে ডোবাবেন না। বা কলের তলায় ধরবেন না। তাতে ভিতরে জল ঢুকে যন্ত্রটি নষ্ট হতে পারে।

৫) স্পিরিট বা অ্যালকোহল জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে এই তার পরিষ্কার করবেন না। সেগুলি রবারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার গলিয়ে দিতে পারে। ৬) ইয়ারফোনের স্পিকার দু'টির বাইরেও ময়লা জমতে পারে, সেই অংশ এ ভাবে পরিষ্কার করা যাবে না। তার জন্য দাঁত মাজার শুকনো ব্রাশ ব্যবহার করুন।

পার্লার ছাড়াই ঘরে বসে সোজা চুলে ঢেউ খেলিয়ে নিতে পারেন

এক ঢাল ঘন কালো সোজা চুলের সৌন্দর্য অপরিসীম। কিন্তু প্রতিদিন একই রকম ভাবে নিজের চুল দেখলে এক ধরনের একঘেয়েমি এসে পড়ে। তাই অনেকেই একটু অন্য রকম দেখতে লাগার জন্য চুল "কার্ল" করে নিতে বা সোজা চুল কুঁচকে নিতে পছন্দ করেন। তবে সোজা চুল কেঁচকানোর জন্য কোনও দামি পার্লারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে নিজেই সোজা চুলে ঢেউ খেলিয়ে এক নতুন সাজ পেতে পারেন। কিন্তু জেনে নিতে হবে তার সঠিক উপায়। চুল কোঁচকানোর দুই ধরনের উপায় হতে পারে, এক, তাপ ব্যবহার করে, দুই, তাপের ব্যবহার ছাড়া

তাপ ব্যবহার করে: ১) চুল কেঁচকানোর আগে অবশ্যই ভাল করে চুল ধুয়ে নিতে হবে। এর পর আলতো করে মুছে নিতে হবে। চুল অল্প ভিজে থাকলে চুল কেঁচকানো সহজ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। ২) তাপের প্রভাবে যাতে চুল নষ্ট না হয়, চুলে তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষাকারী পণ্য ব্যবহার করতে হবে। এর পর চুল কেঁচকানোর জন্য "হেয়ার কার্লার" ব্যবহার করতে হবে। ৩) চুল ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিতে হবে, তাতে প্রতিটি অংশে সমান ভাবে তাপ লাগবে এবং চুল ভাল করে কেঁচকানো যাবে।

তাপ ব্যবহার ছাড়া: "রোলিং পিন"-এর ব্যবহার: চুল কেঁচকানোর জন্য রোলিং পিন ব্যবহার করা যেতে পারে। রোলিং পিন চুলের উপর রেখে হালকা করে চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এ ভাবে সারা রাত রেখে দিলে সকালে উঠে পাওয়া যাবে মনের মতো ঢেউ খেলানো চুল। চুলে বিনুনি করে রাখা: চুল অল্প ভেজা অবস্থায় ছোট ছোট বিনুনি করে রাতভর রেখে দিতে হবে। এতে চুলে স্বাভাবিকভাবে ঢেউ খেলে যাবে। বাজারের নানা চুল কেঁচকানোর কেমিক্যাল পণ্য উপলব্ধ: চুল কেঁচকানোর জন্য বিশেষ কিছু পণ্য আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। এই সব পণ্য ব্যবহার করে চুল সহজেই কোঁচকানো যাবে। কিছু সতর্কতা: ১) চুলে যাতে অতিরিক্ত তাপের প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। চুলে বেশি তাপ দিলে চুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২) চুলে বেশি বলপ্রয়োগ করা উচিত না। চুল কোঁচকানোর সময়ে চুল জোরে টানলে তা ছিঁড়ে যেতে পারে। তাই চুল আলতো করে ধরে কেঁচকানোর চেষ্টা করতে হবে। ৩) চুল বেশি ক্ষণ কোঁচকানো রাখা উচিত না। একবারে বেশি ক্ষণ কেঁচকানো রাখলে চুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই প্রয়োজন মিটে গেলে চুল ভাল করে আঁচড়ে তেল বা সিরাম দিয়ে নিলে চুল ভাল থাকবে। সোজা চুল কোঁচকানো সহজ হলেও কিছু উপায় মেনে চললে চুল ভাল করে কেঁচকানো যাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাই উপরে উল্লিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করে সহজেই সোজা চুল কোঁচকানো যাবে এবং পাওয়া যাবে মনের মতো ঢেউ খেলানো চুলের সৌন্দর্য।

চুল ঝরার সমস্যায় সবচেয়ে বেশি নাজেহাল হতে হয় মেয়েদেব

চুল ঝরার সমস্যাস নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে। তবে এই সমস্যাকয় মহিলারা একটু বেশি নাজেহাল হন। চুল কোমর ছাপানো হোক কিংবা কাঁধ পর্যন্ত, চিরুনি চালালেই গোছা গোছা চুল উঠতে থাকে। না আঁচড়ালেও চুল ঝরার বিরাম নেই। স্নানঘরের মেঝেতে, ঘরের কোণে কোণে ঝরে পড়া চুল লুকিয়ে থাকছে। সঠিক যত্নের অভাবে চুল পড়ে। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আর কোন কারণগুলির জন্য ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে চুলের গোছা?

উদ্বেগ ইদুঁর দৌড়ের জীবনে উদ্বেগ হল সর্ব ক্ষণের সঙ্গী। অত্য ধিক চিন্তাভাবনা আর অবসাদের কারণে চুল ঝরে। চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণে রাখলে চুল পড়ার পরিমাণটাও খানিক কমবে।

হরমোনজনিত সমস্যাে

হরমোনজনিত সমস্যাে মহিলাদের হয়েই থাকে। বিভিন্ন হরমোন ক্ষরণের কমবেশির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। হরমোনের ভারসাম্য, বিঘ্নিত হলেও চুল পড়ে। তাই সেদিকেও একটু নজর দেওয়া জরুরি।

পুষ্টির ঘাটতি

সংসার, চাকরি, অন্যুন্যল দায়িত্ব একা হাতে সামলাতে গিয়ে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হয় মহিলাদের। ঠিক করে খাওয়াদাওয়া না করায় পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়। পুষ্টির অভাব চুল পড়ার একটি অন্যহতম কারণ।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চলছে

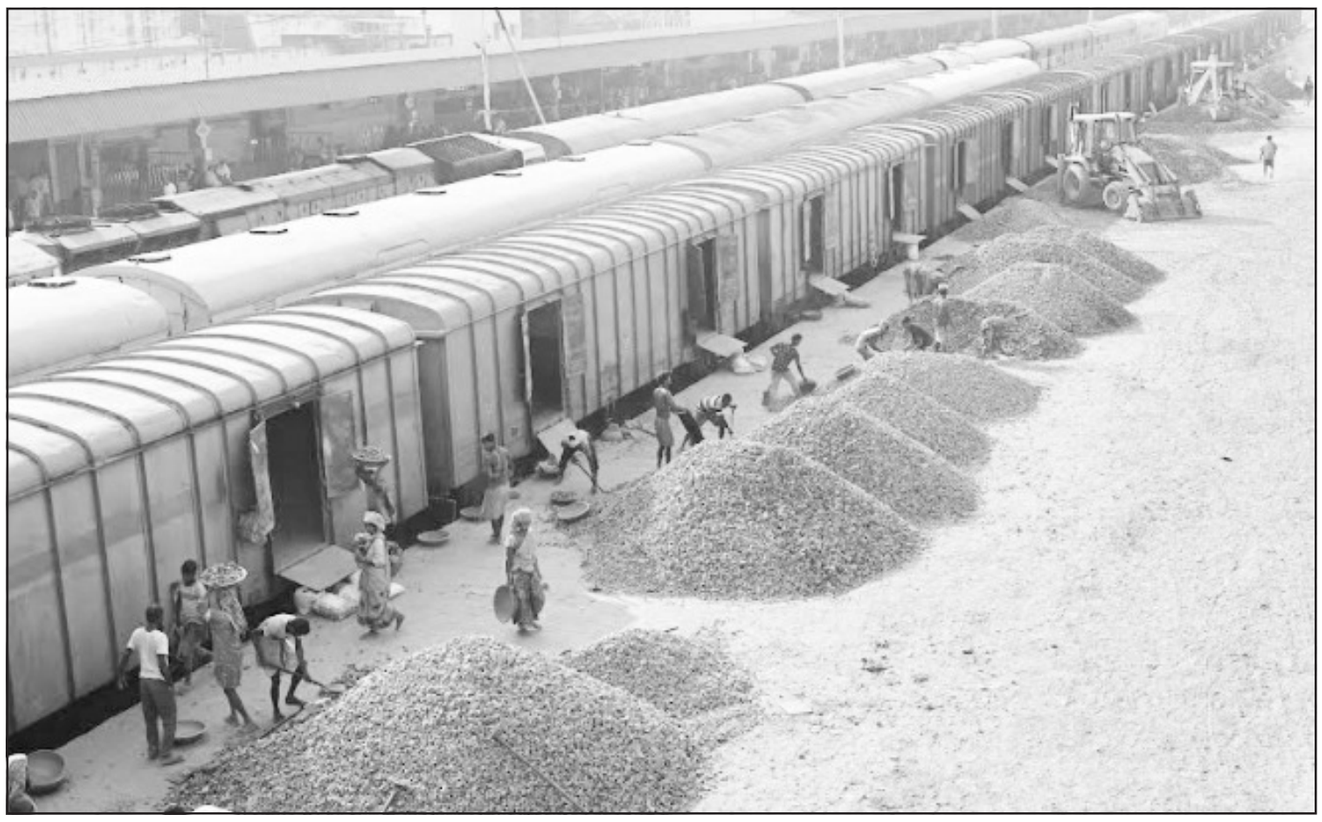

মালিগাঁও, ২৭ জুলাই, ২০২৪: পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এমন ধরনের উদ্যোগগুলির অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৪-এর জুন মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত আদিনা স্টেশনটি ০৩-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে অন্তর্মুখী কয়লা ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত তাতিবাহার স্টেশনটি ১০-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে বহির্মুখী বাঁশ ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়াও, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) পদক্ষেপের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ চারিআলি থেকে কাটা বাঁশ লোড করা হয়। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ফালাকাটা স্টেশন থেকে ৪২ ওয়াগন ভুট্টা এবং বিন্নাগুড়ি স্টেশন থেকে ২১ ওয়াগন স্টোন চিপ বুক করা হয়। অন্যদিকে, তিনসুকিয়া ডিভিশন দ্বারা প্রথমবারের জন্য অসমের ধেমাজি থেকে মধ্য প্রদেশের আমলাই পর্যন্ত বাঁশ-এর ২০টি ওয়াগন পরিবহণ করা হয়। বিডিইউ-এর অধীনে অবিরত প্রচেষ্টার ফলে ডিমাপুর স্টেশনের পার্সেল উপার্জন পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের তুলনায় ১৬.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সহিংসতায় আহতদের চিকিৎসা ও রোজগারের ব্যবস্থা করব : প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

'শিক্ষার্থীদের রাজাকার বলিনি, আমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের রাজাকার বলে স্লোগান দিয়েছে'।। রাজীব দে।।ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সহিংসতায় আহত সবার চিকিৎসা ও আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার বিকালে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন সরকারপ্রধান। একই সঙ্গে আহতদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় চিকিৎসার নির্দেশ দেন হাসিনা।

শেখ হাসিনা বলেন, সহিংসতায় আহতদের চিকিৎসার জন্য সব করা হবে। আহতরা যেই দলেরই হোন, চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে সরকার। তিনি বলেন, কোটা নিয়ে সব দাবি মেনে নেওয়ার পরও কেন আন্দোলন শেষ হচ্ছে না? বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা-বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

এর আগে, শুক্রবার সকালে কোটা আন্দোলনের নামে দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিটিভি ভবন পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ধ্বংসলীলার সঙ্গে জড়িত, আনাচে-কানাচে যে সব হামলাকারী লুকিয়ে আছে, তাদের খুঁজে বের করে সাজা নিশ্চিত করা। এই সব শত্রুদের খুঁজে বের করতে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

হাসিনা বলেন, বিএনপি-জামায়াত অতীতের মতোই অগ্নিসন্ত্রাস করেছে। তবে এবার তারা আলাদা। তারা গান পাউডার ব্যবহার করেছে। দেশের বাইরে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট ও মানুষের রুটিরুজি বন্ধের পাঁয়তারা করছে তারা।

সরকারপ্রধান বলেন, শিক্ষার্থীদের আমি রাজাকার বলিনি, আমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের রাজাকার বলে স্লোগান দিয়েছে।

ধুবড়িতে নবনির্মিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদের

ধুবড়ি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত চাপরের রাঙামাটিতে নবনির্মিত শরৎচন্দ্র সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।

এখানে এসে প্রথমে তিনি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরদর্শন করেছেন। পরে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য বহু মূল্যবান বক্তব্য করেছেন রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবিক সার প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন রাজ্যপাল। এছাড়া কৃষিকর্মের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ব্যাপক সবল হবে বলে ছাত্রছাত্রী এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের সামনে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি।

এদিকে কৃষি মহাবিদ্যালয় চত্বরে কোভিডকালে এক মাসের জন্য ধ্যান ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিও অস্থায়ীভাবে গোশালা তৈরি করেছিল। এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে প্রায় তিন বছর হতে চলেছে, এনজিওটি মহাবিদ্যালয়ের ভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইছে না। এই বিষয়টি রাজ্যপালকে অবগত করে এর সমাধানে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মহাবিদ্যালয় কতৃপক্ষ। সব শুনে বিষয়টির সমাধান করতে রাজ্যপাল ধুবড়ির জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যপালের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর পত্নীও। ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ধুবড়ির জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষ হতাহত হয়েছেন, দেশবাসীর কাছে বিচার চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : কোটা আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষ হতাহত হয়েছেন, দেশবাসীর কাছে এর বিচার চাই, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ শনিবার সকালে সাম্প্রতিক সহিংসতায় আহতদের দেখতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন-নিটোর (পঙ্গু হাসপাতাল) পরিদর্শনে গিয়ে এ সব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পঙ্গু হাসপাতালে আহতদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন। সহিংস আন্দোলনে আহতদের শারীরিক অবস্থা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। চোখের জল ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে অত্যন্ত আবেগিক কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এর বিচার দেশবাসীর কাছে চাই। আন্দোলনের নামে এতগুলো পরিবারের ক্ষতি হয়েছে, এর দায়িত্ব কার? আহতদের চিকিৎসার সব ধরনের ব্যবস্থা করবে সরকার।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতেই এই ষড়যন্ত্র। দেশের মানুষকেই এই সহিংসতার বিচার করতে হবে। কোটা আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষকে হতাহত হতে হয়েছে। এভাবে আর কেউ যাতে কোনও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে না পারে, সে দিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

হাসিনা বলেন, আহতদের চিকিৎসার জন্য যা যা লাগবে করে দেব এবং করে দিচ্ছি। যাদের অঙ্গহানী হয়েছে, তাদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের ব্যবস্থা নেবে তাঁর সরকার। যাতে তাঁরা আবার সুস্থ মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারে, নিজেদের কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, 'আমাদের সাধ্যমতো আমরা করে দেব, কিন্তু দেশবাসীর কাছে আমি বিচার চাই। অপরাধটা কী করেছি? এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আর কেউ যেন এই দেশে চালাতে না পারে, সে জন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই।

শেখ হাসিনা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। নিটোর পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজি শামীম-উজ্জামান আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্তলাল সেন, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়াঁ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব নাঈমুল ইসলাম খান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পর সেতু ভবন ও দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর পরিদর্শন করেছেন। গত ১৮ জুলাই কয়েকশো দুষ্কৃতকারী সেতু ভবনে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বহু যানবাহন, মোটরবাইক ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন শেড ও কক্ষ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

পরে প্রধানমন্ত্রী মহাখালীতে দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর পরিদর্শন করে ১৮ জুলাই সংগঠিত হামলার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার বিভিন্ন অংশ দেখেন। সেতু ভবন ও দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ভবন দুটির ধ্বংসযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এ সময় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাজেটে বঞ্চনার প্রতিবাদে ডিএমকে-র বিক্ষোভ, মোদী সরকারকে নিশানা দয়ানিধির

চেন্নাই, ২৭ জুলাই (হি.স.): গত ২৩ জুলাই তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকেই একাধিক রাজ্য বঞ্চনার অভিযোগ এনেছে। এবার ডিএমকে-ও বঞ্চনার অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবাদে সামিল হল। শনিবার সকালে চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডিএমকে-র নেতা ও কর্মীরা। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান বলেছেন, 'দক্ষিণী রাজ্যগুলি, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, মোদী সরকারের দ্বারা ক্রমাগত অবহেলিত হচ্ছে। আমরা গত ৩ বছর ধরে মেট্রোর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের জন্য অনুদান চেয়েছি, কিন্তু এখনও একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশ নতুন রাজধানীর জন্য ১৬ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছে, যখন টেকনিক্যালি ৩৫ হাজার কোটি টাকা বন্যা ত্রাণের নামে বিহারকে দেওয়া হচ্ছে।'

প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রয়াণে ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী, অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল বলে মমতা নিজেই জানিয়েছেন। শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় মমতা লিখেছেন, 'রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রয়াণে আমি দু:খিত। উনি আমার বিরোধী রাজনীতি করলেও, আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। ওঁনার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাই কাজে এলো না। 'মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, 'এই দু:খের দিনে আমি ওঁনার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের আমার আন্তরিক সহমর্মিতা জানাই। প্রাক্তন মন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ রাজ্য সরকারি যে যে অফিস, কর্পোরেশন ইত্যাদি খোলা রয়েছে সেখানে অর্ধদিবস ছুটি থাকবে।'

নীতি আয়োগ দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি স.): নীতি আয়োগের ভূমিকা নিয়েই এবার প্রশ্ন ওঠে গেল। প্রশ্ন তুললেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, 'নীতি আয়োগ দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না।' উল্লেখ্য, নীতি আয়োগের বৈঠকে শনিবার যোগ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না। এটা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আগেই বলেছিলেন তিনি যাবেন না, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রী আছেন যারা যেতে চান না, কারণ নীতি আয়োগ দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না, আপনারা অবশ্যই এমনটা দেখেছেন বাজেট এবং নীতি আয়োগের কাজ।'

কুপওয়ারায় এলওসি-তে এনকাউন্টারে এক পাকিস্তানি নিকেশ; শহীদ এক জওয়ান, আহত ৪ সৈনিক

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কামকারি, মাচাল সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে এক পাকিস্তানি। একইসঙ্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টাও বানচাল করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। এছাড়াও এনকাউন্টার চলাকালীন গোলাগুলিতে শহীদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। এই সংঘর্ষে আরও ৪ জন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস শনিবার সকালে জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখায় মাচাল সেক্টরের কামকারি ফরওয়ার্ড পোস্ট এলাকায় গোলাগুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক পাকিস্তানির। এছাড়াও ৫ জন সেনা জওয়ান আহত হন, তাঁদের মধ্যে একজন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। বাকি ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই ৩০ জুলাই পর্য্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তাল থাকবে সমুদ্র

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই আগামী ৩০ জুলাই পর্য্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বাকি গুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। বৃষ্টি হবে মহানগরী কলকাতাতেও।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ বলয়। সেই সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী ৩০ জুলাই পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই সময়ে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

পুরনো শত্রুতার জেরেই খুন ময়নাগুড়ির কংগ্রেস কর্মী, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই (হি.স.): পুরনো শত্রুতার জেরেই খুন হতে হয় ময়নাগুড়ির কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়কে। পুলিশি জেরায় তা স্বীকার করে নেন ধৃত সবিতা রায়। ইতিমধ্যেই সবিতা রায়ের স্বামী ও ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জানা গিয়েছে, মৃত কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়ের সঙ্গে ৫ বছর আগে প্রতিবেশী সবিতা রায়ের পরিবারের ঝামেলার সূত্রপাত। অভিযোগ, সেই সময় মানিকের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন সবিতা। মানিকের বিরুদ্ধে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারই বদলা নিতে মানিককে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।ময়নাগুড়িতে কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়ের খুনে গ্রেফতার করা হল আরও একজনকে। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ সবিতা রায় নামে ওই মহিলাকে দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁর ছেলে মাধব রায়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার সবিতা রায়ের স্বামী নারায়ণ রায়ও গ্রেফতার হয়েছিল।

মমতার অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না অধীর, কংগ্রেস নেতার মতে তিনি মিথ্যে বলছেন

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি, এই অভিযোগ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, মমতার এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যে কথা বলছেন।শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ২ ঘণ্টা পরই বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি। ৫ মিনিটে আমার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে'। এ প্রসঙ্গে অধীর বলেছেন, 'নীতি আয়োগ বৈঠক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলো বলছেন, আমার মনে হচ্ছে তিনি মিথ্যা বলছেন। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে যদি কথা বলতে না দেওয়া হয়, তা খুবই আশ্চর্যজনক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন সেখানে কী ঘটবে...তার কাছে স্ক্রিপ্ট ছিল।'অধীর আরও বলেছেন, 'নির্বাচন হোক অথবা না হোক বাংলায় আমরা যে ধরনের নৈরাজ্যের মুখোমুখি হচ্ছি... পৌর নির্বাচনে, আমরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাইনি... জোর করে তারা নির্বাচনে জিতেছে... লোকসভা নির্বাচনের সময়, ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ছিল তাই কিছু জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে সব জায়গায় ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে... বিরোধী কর্মীদের প্রতিনিধিদের জোর করে মারধর করে বা ঘুষ দিয়ে তাদের দলে যোগদান করানো হয়। কেউ তাদের কথা না শুনলে তাদের মেরে ফেলা হবে। জলপাইগুড়িতে আমাদের কর্মীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল...মমতা ব্যানার্জি যখন দিল্লিতে আসেন তখন তিনি একজন সাধু হন, কিন্তু বাংলায় তার দল শয়তান।'

জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ৫টি শিশু-সহ মৃত্যু ৮ জনের

অনন্তনাগ, ২৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। মৃতদের মধ্যে ৫টি শিশু ও একজন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার সিঙ্গন-কোকেরনাগ রুটে। কোকেরনাগের এসডিএম সুহিল আহমেদ লোনে বলেছেন, শনিবার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় এক পুলিশ কর্মী, ৫টি শিশু ও দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এসডিএম বলেছেন, তাঁরা যে গাড়িতে ছিলেন, সেটি মাদওয়া কিশতওয়ার থেকে সিঙ্গন টপ হয়ে আসছিল। নিহতরা হলেন - ইমতিয়াজ রাথের, আফরোজা বেগম, রেশমা, আরিবা ইমতিয়াজ, আনিয়া জান, আবান ইমতিয়াজ, মুসাইব মজিদ এবং মুশাইল মজিদ।

হাসপাতালে অসুস্থ ভাইকে দেখতে এসে আক্রান্ত খোদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আটক দুই রক্ষী

কল্যাণী, ২৭ জুলাই (হি.স.): হাসপাতালে অসুস্থ ভাইকে দেখতে এসে নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে প্রহৃত হলেন বিধাননগর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুশান্ত বালা। ঘটনাটি কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে। শুক্রবার বুকে ব্যথা নিয়ে তাঁর ভাই অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হন ওই হাসপাতালে। শনিবার সকালে পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সুশান্ত বালাও ভাইকে দেখতে আসেন। অভিযোগ, ছোট ভাই প্রথমে খাবার নিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে গেলে নিরাপত্তায় থাকা কর্মীরা বাধা দেয় এবং ধাক্কাধাক্কি করে। ঘটনা দেখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঠেকাতে গেলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মুখে তিনটি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনায় তিনি কল্যাণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে ২ নিরাপত্তা রক্ষীকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে।

সুবোধ সিংকে আদালতে পেশ, বাড়ল পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ

ব্যারাকপুর, ২৭ জুলাই (হি.স.): ফের সুবোধ সিংকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। বিহারের গ্যাংস্টারের থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্যই নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল পুলিশ। শনিবার তা মঞ্জুর করেছে আদালত। সুবোধকে ৬-দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেল পুলিশ।সাতদিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হওয়ায় শনিবার বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে আদালতে পেশ করা হয়। সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয় আদালত চত্বর।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগগুলির অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৪-এর জুন মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ শনিবার এ কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত আদিনা স্টেশনটি চলতি বছরের ৩ জুন থেকে অন্তর্মুখী কয়লা ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত তাতিবাহার স্টেশনটি ১০ জুন থেকে বহির্মুখী বাঁশ ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়া, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) পদক্ষেপের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ চারিআলি থেকে কাটা বাঁশ লোড করা হয়। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ফালাকাটা স্টেশন থেকে ৪২ ওয়াগন ভুট্টা এবং বিন্নাগুড়ি স্টেশন থেকে ২১ ওয়াগন স্টোন চিপ বুক করা হয়। অন্যদিকে, তিনসুকিয়া ডিভিশন দ্বারা প্রথমবারের জন্য অসমের ধেমাজি থেকে মধ্যপ্রদেশের আমলাই পর্যন্ত বাঁশের ২০টি ওয়াগন পরিবহণ করা হয়েছে। বিডিইউ-এর অধীনে অবিরত প্রচেষ্টার ফলে ডিমাপুর স্টেশনের পার্সেল উপার্জন পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের তুলনায় ১৬.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে।

গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে জানান সব্যসাচী দে।

দমদম সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): রাজ্যের সংশোধনাগারে মৃত্যু হল এক বিচারাধীন বন্দির। পরিবারের অভিযোগ, জেলে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু তাঁর। শনিবার সকালে বন্দির বাড়িতে ফোন করে সেই সংবাদ দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার জেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা।মৃত বন্দির নাম রাজ দত্ত। বয়স ২০ বছর। চলতি বছর ২৮ এপ্রিল বাগুইআটির অর্জুনপুরের একটি খুনের ঘটনায় ১৯ জন-সহ রাজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি হেফাজতের পর জেল হেফাজতে পাঠানো হয় তাঁদের।বিচার প্রক্রিয়ায় চলাকালীন দমদম সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। কয়েকদিন আগে তাঁর শরীর খারাপ হয়। পরিবারের তরফে আদালতে বিষয়টি জানানো হয়।

খাদ্য সুরক্ষা মান নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ফাসাই) বা এফএসএসএআই এর বিবর্তন এবং সামনের পথ

শ্রী জে পি নাড্ডা
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

এনডিএ সরকারের আমলে দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর গত সপ্তাহে আমি ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই, সংক্ষেপে ফাসাইও বলা হয়)-এ গিয়েছিলাম, সেদিন আমার ২০১৪ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের কথা মনে পড়ে যায়।

ওই সময়টিতে দেশের খাদ্য সুরক্ষার নিয়ন্ত্রক হিসাবে তার সবে শৈশব অবস্থাউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় রতউ আর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশের ব্যবহৃত খাদ্য পণ্যগুলির মান ও নীতি নির্ধারণে বিশাল দায়িত্বও সবে তার কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষা ও মান আইন ২০০৬, (এফএসএসএ, ২০০৬) এর এক দশক পূর্তি উপলক্ষে ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট একটি অনুষ্ঠানে এফএসএসএআই এর টিম এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আমার প্রথমবার সাক্ষাত হয়উ এফএসএসএআই- তখন থেকেই স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে, খাদ্য সুরক্ষায় নীতিগুলিকে মজবুত করতে হবে, নতুন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলা করতে হবে এবং নাগরিক ও খাদ্য ব্যবসার মধ্যে সামাজিক ও আচরণগত যেসব পরিবর্তন আসবে তাকে উৎসাহিত করতে হবে, এবং তা করার লক্ষ্যে কর্মসূচী নিতে হবেউ

এই সব উদ্যোগ 'ইট রাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের' আওতায় দারুন ভাবে একত্রীভূত হয়েছিল, যা সমস্ত ভারতীয়ের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং এফএসএসএআই আমাদের দেশের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিধি বিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। শক্তিশালী খাদ্য নীতি এবং খাদ্য সামগ্রীর মানের উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী খাদ্য সুরক্ষা বাস্তুতন্ত্র নির্মিতহতে পারে। এটা জেনে আনন্দ হয় যে এফএসএসএআই-এর বৈজ্ঞানিক প্যানেল এবং বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলো খাদ্য সুরক্ষার প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, যেখানে ৮৮ টি সংস্থার ২৮৬জন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। এসব গবেষনা, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সামগ্রীর সমতুল্য গুনগত মান বজায়,রাখা ও নীতি প্রনয়নে বিকাশের গতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছে।

এফএসএসএআই-এর একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব হ"ল গুনগত মানের মিলেট (বাজরা) উৎপাদন করা, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালে গ্লোবাল মিলেটস (শ্রীঅন্ন) সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলেন। এই মানগুলি কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস কমিশনের সাথে পর্যায় ভুক্ত হয়েছে, যার ফলে বাজরার জন্য বিশ্বব্যাপী মান বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে এবং বাজরা উৎপাদনে ভারত আজ সারা বিশ্বে একটি অগ্রগামী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নীতি নির্ধারন ও মান উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমানভাবে অপরিহার্য। এফএসএসএআই-এর খাদ্য পরীক্ষার পরিকাঠামোয় গত আট বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, মন্ত্রিসভা রাজ্যগুলোর খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারগুলিকে শক্তিশালী করতে ৪৮২ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। এফএসএসএআই 'ফুড সেফটি অন হুইলস' নামে ভ্রাম্যমাণ ফুড ল্যাব গঠন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছানোর কাজ শুরু করেছে।

আমরা যখন এই সাফল্যগুলোকে দেখছি, তখন আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপি যে প্রবনতা দেখা,যাচ্ছে সেই সব খাবার অর্থাৎ উদ্ভিজপ্রোটিন খাবার, ল্যাবে প্রক্রিয়াজাত মাংস ইত্যাদি খাবারকে স্বীকার করে নিতে হবে। এফএসএসএআই সক্রিয়ভাবে 'ভেগান খাবার', জৈব পণ্য এবং আয়ুর্বেদিক আহারের মতো নতুন বিভাগগুলির জন্য মান তৈরি করেছে এবং ক্রমাগত খাদ্য সুরক্ষায় উদ্ভাবিত ও বিকশিত প্রবণতাগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এফএসএসএআই কোডেক্সের মতো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে যুক্ত হয়ে এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে, যা ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এক সুসংহত বিকাশ পদ্ধতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়গুলোও ভাগ করে নিচ্ছে। এফএসএসএআই ২০২৩ সালে দিল্লিতে প্রথম গ্লোবাল ফুড রেগুলেটরস সামিট (জিএফআরএস) আয়োজন করে। খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের, খাদ্য সুরক্ষায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা এবং এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য এই ধরনের প্রথম কোনও সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম। এফএসএসএআই আগামী মাসগুলিতে জিএফআরএসের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যও প্রস্তুতি নিয়েছে।

আমরা যখন খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি সেই সময় আমাদের উচিৎ প্রামান্য তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাদ্য সুরক্ষা ইস্যুতে ভোক্তা ও নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবেই আমাদের কাজ সামগ্রিকভাবে সফল হবে। এর মাধ্যমে এফএসএসএআই-এর 'ইট রাইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের বার্তা প্রতিটি স্তরে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে এবং সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এফ এস এস এ আই। পরিবর্তনশীল এই কর্মসূচীটি আমাদের প্রচারকে আরও জোরদার করতে এবং আচরণগত পরিবর্তনগুলিকে স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করছে, যা ভোক্তাদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবারের পছন্দের জন্য দাবি জানানোর অধিকারী করে তোলে। খাদ্য সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যারা যুক্ত, আরও উত্তম বিকল্প খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে তাদেরকে উতাহিত করা হচ্ছে।

এফএসএসএ ২০০৬,খাদ্য সামগ্রীর জন্য ব্যাপক গুনমান বজায় রাখার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং এটা নিশ্চিত করে যে এসব খাদ্য সামগ্রী ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। এছাড়াও, খাদ্য লেবেলিংয়ের বিধিগুলি সম্বন্ধে ভোক্তাদের অবহিত করানো ও পছন্দ করার অধিকার নিশ্চিত করে। বিজ্ঞাপন নীতিগুলিও নিশ্চিত করে যে খাদ্য ব্যবসায় খাদ্য পণ্যগুলিতে কোনও বিভ্রান্তিকর দাবি করা হচ্ছে না তো ! ভোক্তা সুরক্ষা আইন (সিপিএ) ২০১৯ আধুনিক সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভুমিকা পালন করছে, বিশেষত বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, অনিরাপদ বা নিম্নমানের খাদ্য সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করার পর্যাপ্ত সুযোগ সম্প্রসারিত করে ভোক্তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

খাদ্য সুরক্ষা একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং এফএসএসএআই বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে,সরকার এবং পুরো সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত পদ্ধতিগুলোর সুযোগ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে এফএসএসএআই একটি সক্রিয় নেতৃত্ব নিয়েছে এবং শিল্প ও অন্যান্য পক্ষদের খাদ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে একটি সার্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করছে। এফএসএসএআই গত এক দশকে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং ভোক্তাদের ক্ষমতায়নে সচেতন করতে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। এফএসএসএআই-এর লক্ষ্য কেবল খাদ্য উৎপাদনই নয়, খাদ্য সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। - জয় হিন্দ!

ফের বাতিল সোমবারের কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): ফের বাতিল করা হয়েছে ১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস, পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এমনটাই। সোমবার ট্রেনটির কলকাতা থেকে ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু, বাংলাদেশ রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপাতত এই ট্রেনটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে ফেরত দেওয়া হবে ট্রেনের ভাড়া। এক্ষেত্রে শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টারগুলিতেই দেওয়া হবে। হারানো টিকিটের ক্ষেত্রে কোনও অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না। বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। টিকিট ডিপোজিট রিসিপ্ট বা টিডিআর ইস্যু করা হবে না।

"জাতিকে নিরাপদ রাখতে সিআরপি-র ভূমিকা সর্বাগ্রে", বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের (সিআরপি) জন্মলগ্ন স্মরণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার, এই মর্মে তিনি সচিত্র বার্তা দেন এক্স হ্যান্ডলে। তিনি লিখেছেন, "সিআরপি-র উত্থাপন দিবস উপলক্ষে, সকল ভারতের সিআরপি কর্মীদের আমার শুভেচ্ছা। জাতির প্রতি তাঁদের অটুট নিষ্ঠা ও নিরলস সেবা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁরা সর্বদা সাহস এবং প্রতিশ্রুতির সর্বোচ্চ মানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতিকে নিরাপদ রাখতে তাঁদের ভূমিকা সর্বাগ্রে"।

প্রসঙ্গত, (সিআরপিএফ) হল ভারতের বৃহত্তম আধাসামরিক বাহিনী, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর যাত্রা শুরু হয় ২৭ জুলাই, ১৯৩৯ এ। তখন এটি 'ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভস পুলিশ' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর, ১৯৪৯ সালে এর নামকরণ করা হয় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স।

বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত', প্রতিবাদে সিপিএম-এর মিছিল

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিজেপি-র 'বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত'-র সমালোচনা করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। শনিবার এ ব্যাপারে সিপিএমের তরফে একটি মিছিল বার করা হয় দক্ষিণ কলকাতায়। মিছিলে সুজনবাবু ছাড়াও ছিলেন সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য, সৃজন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মিছিলের প্রথমেই বড় লাল কাপড়ে লেখা ছিল, বাংলা ভাগের চক্রান্ত চলছেই। যে কোনও মূল্যে রুখবই রুখব। এই ব্যাপারে সুজনবাবুর বক্তব্য, রাজ্য ভাগের একটা চক্রান্ত যে বিজেপি-র আছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বরাবরই আছে। অনন্ত মহারাজ কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য করার দাবি তুলেছেন। তাঁকে সঙ্গে রেখেছে তৃণমূল। তাঁকে সাংসদ করেছে বিজেপি। আগে কথা ছিল দক্ষিণে মমতা, উত্তরে কামতা। এবার বিজেপি কী বলছে ?বলছে উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করতে হবে। জানেই না। অপদার্থ এরা।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার

আগরতলা, ২৭ জুলাই: গান্ধীগ্রাম মধ্যপাড়ায় বিজেপি সর্মথিত জেলা পরিষদের প্রার্থী বলাই গোস্বামী বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার বেরিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলাই গোস্বামী বলেন, ভোট প্রচারে গিয়ে যেভাবে জনগণের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছেন তা থেকে নিশ্চিত পঞ্চায়েত নির্বাচন বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের পঞ্চম জাতীয় পরিচালন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ জুলাই: অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের পঞ্চম জাতীয় পরিচালন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজ সুকান্ত একাডেমিতে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম জাতীয় পরিচালন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ত্রিপুরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সংগঠনের সহকারী সম্পাদক প্রণয় সরকার বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন জাতীয় স্তরের সঙ্গে সংহতি রেখে ত্রিপুরার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররাও তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করবেন।

জাতীয় সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ভোটের মুখে শনিবার সকাল এগারোটা থেকে খেরেংজুড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর অবরোধ করে বসেন খেরেংজুড়ি,বালিছড়া, চান্দপুর,লক্ষি নগর, উত্তর ফুলবাড়ি, দক্ষিণ ফুলবাড়ি,চুরাইবাড়ি প্রভৃতি এলাকার জনগণ। পথ অবরোধকারীদের দাবি, জাতীয় সড়কের উপর পুকুর সম গর্তে পাথর দিয়ে ভরাট করে যান চলাচলের উপযোগী করা হলে তবেই জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে। অন্যথায় পথ অবরোধ জারি থাকবে। অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথো কথাবার্তা বলেন।

স্বপ্ন বাস্তব হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্যারামিটারগুলির একটি "বিনিয়োগ-বান্ধব সনদ" প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য নীতি, কর্মসূচি এবং পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বাড়াতে এই প্যারামিটারগুলিতে কৃতিত্বের ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তিনি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নিছক প্রণোদনা না দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন এবং অবকাঠামোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী জল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য রাজ্য স্তরে নদী গ্রিড তৈরিতে উৎসাহিত করেছেন।

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমাদের উন্নত ভারতের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচনকে লক্ষ্য করা উচিত। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে দারিদ্র্য মোকাবেলায় আমাদের কেবল কর্মসূচি পর্যায়ে নয়, ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায় থেকে দারিদ্র্য দূর করলেই আমাদের দেশে পরিবর্তন আসবে।

প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যকে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ও বৈচিত্র্য বাড়াতে এবং কৃষকদের বাজারের সাথে সংযুক্ত করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক চাষ পদ্ধতি গ্রহণের উপর জোর দেন যা মাটির উর্বরতা উন্নত করতে পারে, কম ইনপুট খরচের কারণে কৃষকদের ভাল এবং দ্রুত আয় প্রদান করতে পারে এবং পণ্যগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার সরবরাহ করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে প্রবীণদের সমস্যাগুলি মোকাবেলায় রাজ্যগুলিকে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চালু করতে উতাহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে সমস্ত স্তরে সরকারী আধিকারিকদের সক্ষমতা তৈরি করতে বলেছেন এবং এর জন্য সক্ষমতা বিল্ডিং কমিশনের সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাদের উতাহিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী/লেফটেন্যান্ট গভর্নররা ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের রূপকল্পের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাদের রাজ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। কৃষি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা, পানীয় জল, কমপ্লায়েন্স রিডাকশন, গভর্নেন্স, ডিজিটালাইজেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু মূল পরামর্শ এবং সর্বোত্তম অনুশীলন তুলে ধরা হয়েছে। অনেক রাজ্য ২০৪৭ এর জন্য একটি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাও ভাগ করেছে। বৈঠকে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দেওয়া পরামর্শগুলি অধ্যয়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের সভায় অংশ নেওয়ার জন্য এবং তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে ভারত সমবায় ফেডারেলিজমের শক্তির মাধ্যমে ৺২০৪৭ উন্নত ভারতের রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাবে। ব্যবহার করা হয়।

চন্দ্রনগরে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে পদযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ২৭ জুলাই : শনিবার বিশালগড়ের চন্দ্রনগর থেকে বাইদ্যারদিঘী বাজার পর্যন্ত সুবিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।সিপাহীজলা জেলা পরিষদের পাঁচ নং আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সুমিত্রা দাসের সমর্থনে সুবিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শেষে বাইদ্যারদিঘী বাজারে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। পদযাত্রা ও পথসভায় অংশ নেন বিশালগড়ের বিধায়ক তথা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সুশান্ত দেব। এছাড়া ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সহসভাপতি অমল দেবনাথ, জেলা পরিষদের প্রার্থী সুমিত্রা দাস, বিশালগড় মন্ডল সহ সভাপতি জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি ফেরদৌস মিয়া, গোলাঘাটি মন্ডল সহ সভাপতি নারায়ণ দেবনাথ প্রমুখ। পদযাত্রায় বাইদ্যারদিঘী এবং চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীরা অংশ নেন। বাইদ্যারদিঘী বাজারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন সিপিএমের পঁচিশ বছর দুর্নীতি আর দলবাজি হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিতে সকলের কাছে আবাসন প্রকল্পের ঘর, বিদ্যুৎ, ঘরে ঘরে পানীয় জল সহ সকল সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। বিশালগড়ে দুই বিধায়ক হত্যা থেকে শুরু করে নারকীয় সন্ত্রাসের সাক্ষী। কিন্তু আজ বিশালগড়ে একটিও অশান্তির ঘটনা নেই। গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে মানুষ অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। গনবর্জিত কংগ্রেস এবং সিপিএম পঞ্চায়েত নির্বাচনেও অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা প্রার্থী খুঁজে পায়নি। জেলা পরিষদের কয়েকটি আসনে লড়াই করছে। এই আসনগুলিতে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত।

গুরুত্বারোপ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আয়োগের ৮ম সাধারণ পরিষদের সভায় আলোচিত সব বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে 'ত্রিপুরা শিল্প বিনিয়োগ প্রচার সংক্রান্ত প্রকল্প' চালু করে, অনলাইনের মাধ্যমে "ব্যবসা করার সহজতা" নিশ্চিত করে শিল্প বিনিয়োগের প্রচার সহ একক স্বাগত পোর্টাল সহ পর্যটনের প্রসারে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা ও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা এর মাধ্যমে শিল্পের বিকাশের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১৯টি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ু সংরক্ষণ, মহিলাদের স্টার্ট-আপগুলির জন্য বন্ধক-মুক্ত ঋণ ও সম্পত্তির নিবন্ধনে স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস, কোনও টিউশন-ফি না রাখার সিদ্ধান্ত। এছাড়া মহিলা ছাত্রীদের জন্য সরকারি ডিগ্রী কলেজ ফি মুকুব সহ ৪.৭১ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে ৮৩,৪২৪ জন 'লাখপতি দিদি' রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহরাঞ্চলে নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য 'পিঙ্ক টয়লেট' চালু করা হয়েছে। জলজীবন মিশনের অধীনে ৮২ু পরিবার বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ পেয়েছেন। ৪৭১টি উদ্ভাবনী প্রকল্প দুর্গম অঞ্চলে চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এম.বি.বি.এস আসনের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ৯টি সুপার-স্পেশালিটি বিভাগ শুরু করেছে। প্রথমবারের মতো কিডনি প্রতিস্থাপনের সুবিধা করা হয়েছে , প্রায় ১৫ লক্ষ সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেয়েছেন। সেই সঙ্গে ৪ লক্ষের অধিক নাগরিক মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ড পেয়েছেন। এছাড়া ২৫টি জন-ঔষধী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ৮টি জন-ঔষধী কেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বোর্ড পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য "বছর বাঁচাও" প্রকল্প চালু হয়েছে, সি.এম-সাথ স্কিম, "সুপার-৩০" স্কিম "নিপুন", "অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস", "স্কুলে আইসিটি" এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু হয়েছে স্কুলে। 'পাওয়ার সেক্টরের জন্য, ত্রিপুরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংথেনিং অ্যান্ড জেনারেশন এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, পি.এম-জনমন-এর অধীনে, রিয়াং সম্প্রদায়ের ৩৬১৮টি পরিবারের জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং ব্রু সেটেলমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ৪৫১২ ঘরে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভূমি ও সম্পত্তি সেক্টরে ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই সমস্ত প্লটের ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ এবং অনলাইন সম্পত্তি রেকর্ড (খতিয়ান) রয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, আমি নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় আমরা 'বিকশিত ভারত' এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো। আমি নিশ্চিত যে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলি আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে কার্গিল বিজয় দিবস পালিত

আগরতলা, ২৭ জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে বাগবাসা মিশনটিলা বাজার এলাকায় ভারতীয় বীর শহীদ সেনাদের সর্বোচ্চ বলিদানকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজেপি মহিলা মোর্চা উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে বাগবাসা মিশন বাজারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রূপালী অধিকারী, বাগবাসা মণ্ডল সভাপতি সুদীপ দেব, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা নির্জলা দাস, জেলা মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা তথা রাজ্য মহিলা মোর্চার সদস্যা প্রতিভা দেববর্মা, বাগবাসা মণ্ডল মহিলা মোর্চার সহ-সভানেত্রী রীতা নাথ, সম্পাদিকা মৌসুমী দাম সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন তারা কার্গিল বিজয় দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

তারপরও তার ওপর নির্যাতন কমতো না। স্বামীর বাড়ির শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পুনম শুক্রবার শ্বশুরবাড়িতে বিষ পান করে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে মহাকুমা হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুনমের মৃত্যু হয়। তাঁর সাথে মৃত্যুর পর স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যা বাধ্য করার অভিযোগ করেছেন পরিবারের লোকজন।

তার আরও অভিযোগ, এমনকি মায়ের মৃতদেহ দেখতে তাঁর আড়াই বছরের ছেলে সন্তানকে হাসপাতালে আনেনি শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তাছাড়া, শ্বশুরবাড়ির কোন লোক গৃহবধূকে দেখতে আসেনি বলেও অভিযোগ। সরকারি কর্মচারী পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

৬৬ কেজি গাঁজা সহ ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

এই গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালায়। গাড়ির দরজার ব্যাক সাইট এবং ফ্রন্ট সাইড থেকে গাঁজা উদ্ধার করে। ৬৬ প্যাকেটে ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত, আমবাসা থানার ওসি গুরুপদ দেবনাথ। ডিসিএম এর উপস্থিতিতে গাড়ি তল্লাশী চালায় আমবাসা থানার পুলিশ। পুলিশ গাড়ি চালক ও সহচালককে আটক করে।

আরও জানা গিয়েছে, গাড়ির চালকের নাম সুজিত মিয়া, বয়স ২৬। বাড়ি আগরতলার জগহরিমুড়া এবং সহচালকের নাম রুবেল মিয়া, বয়স ২১। বাড়ি তামশাবাড়ি সোনামুড়া। আমবাসা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে পাচারকারীর ধাক্কায় আহত এসপিও জোয়ান বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিক্ষোভ মিছিল

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

সংগঠনের দাবিগুলো হল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শারীর শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী,চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ সহ সমস্ত ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। শূন্যপদ গুলিতে বেকারদের স্থায়ীপদে নিয়োগ করতে হবে। কন্ট্রাক্ট আউটসোর্সিং প্রথা বন্ধ করে সকল অনিয়মিত ও চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের নিয়োগ করা,বিদ্যাজ্যোতির নামে সরকারী বিদ্যালয় গুলোতে বৈষম্যমূলক শিক্ষা মানছি না। ছাত্র সংখ্যা কম অজুহাতে বিদ্যালয় বন্ধ করা চলবে না, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্মচারীদের সার্ভিস রুল চালু করতে হবে। অবিলম্বে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। নিগমে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত কর্মীদের নিগমের উদ্যোগে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করতে হবে। মৃত পরিবারের যোগ্য সদস্যকে নিগমে চাকুরী দেওয়া হোক।

পাশাপাশি, পূর্বের ন্যায় শিক্ষক কর্মচারী ও পেনশনারদের বছরে দুইবার ডিএ/ডি আর দিতে হবে। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে উপযুক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। ২৫ু বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ মিটিয়ে দেওয়া হোক, কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী পিএফআরডিএ প্রত্যাহার করে পূর্বেকার ডিফাইন্ড পেনশন বেনিফিট পদ্ধতি পুনরায় চালু করা, গ্রান্ট ইন এইড ভুক্ত বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার স্বার্থে নয়া বদলী নীতি বাতিল করা সহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছে।

খেলাধুলা

৪৭ জন অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির শুরু আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে ৪৭ জন। রিপোর্ট করবে আগামী ২৯ জুলাই। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ২০২৪-২৫ শুরু হচ্ছে আগামী ২৯ জুলাই থেকে। ৪৭ জন মহিলা ক্রিকেটার কে২৯ জুলাই বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: সদরের অস্মিতা দেবনাথ, অভিধা বর্ধন, অনুষ্কা টুডু, অদিতি ঘোষ, অন্তরা রুদ্রপাল, দীপিকা দেব, দেবশ্রীতা চৌধুরী, গিয়া মন্ডল, পূর্ণিমা দেবনাথ, প্রজ্ঞালিকা চক্রবর্তী, পূজা তপন দাস, সায়ন্তিকা নমঃ দাস, স্নিগ্ধা সরকার, সুস্মিতা বসাক, তৃষ্ণা ছেত্রী, সানিয়া খাতুন, সুবর্ণা ঘোষ, রেশমি সূত্রধর; বিশালগড়ের অস্মিতা দাস, মৌমিতা সাহা, মিষ্টু মালাকার; মোহনপুরের অঙ্কিতা তাঁতি ওড়িয়া, ভূমিকা নায়েক, রুমা সরকার, দীপিকা পাল, পারমিতা চক্রবর্তী, প্রিয়া সরকার, তানিয়া দেব; ধর্মনগরের আশিকা রাউত, সুস্মিতা তেলি; কৈলাশহরের মাম্পি বেগম; লংতরাইভ্যালির হেমা চাকমা, খাপাং ত্রিপুরা, পায়েল ত্রিপুরা; তেলিয়ামুড়ার অস্মিতা দাস, নন্দিতা দাস, সুপ্রিয়া দাস, তামান্না দেবনাথ; শান্তির বাজারের রিফু দেববর্মা, অন্তরানী নোয়াতিয়া, অর্পিতা দত্ত; খোয়াইয়ের অনন্যা সরকার, অমৃতা দাস, অদিতি দাস, দীপা নমঃ দাস; বিলোনিয়ার সুমি চক্রবর্তী; উদয়পুরের রিয়া সরকার। সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে রয়েছেন কোচ শ্রাবণী দেবনাথ, অনুপ কুমার দাস ও পীযূষ দেব, ফিজিও মিষ্টি দেব, ট্রেইনার সুখেন্দু দে।

উল্লেখ্য, নবাগত ক্রিকেটারদের অবশ্যই কিওআর বার্থ সার্টিফিকেট, ভোটার আইডি কার্ড, আধার পিবিসি কার্ড, প্যান কার্ড ব্যাংক একাউন্ট পাসবুক ডিটেলস, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট ইত্যাদি সাবমিট করতে বলা হয়েছে।

বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে আজ নবোদয়-সমিতি, বীরেন্দ্র-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফেরার ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে কল্যাণ সমিতির। খেলা আগামীকাল। প্রতিপক্ষ নবোদয় সংঘ। বেলা দুইটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের দশম ম্যাচ। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে কল্যাণ সমিতি ৯-১ গোলের বড় ব্যবধানে বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে দারুণ সূচনা করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে ২-৪ গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে আগামীকাল নবোদয় সংঘের বিরুদ্ধে জয়লাভে লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে আছে। পক্ষান্তরে নবোদয় সংঘও চাইছে তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে।

কেননা, প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে তিন গোলে এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে ১-৬ গোলে হেরে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। বিকেল চারটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং বীরেন্দ্র ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্য রয়েছে টানা তৃতীয় জয় ছিনিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক অর্জন করে নিতে। প্রথম ম্যাচে নবোদয়কে তিন গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে কল্যাণ সমিতিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল আগামীকাল বীরেন্দ্র ক্লাবের মুখোমুখি হচ্ছে। পক্ষান্তরে বীরেন্দ্র ক্লাবও চাইছে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোতে। কেননা প্রথম ম্যাচে কল্যাণ সমিতির কাছে এক-নয় গোলে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দারুন ভাবে টুর্নামেন্টে ফিরে এসেছে নবোদয়কে ৬-১ গোলে হারানোর মধ্য দিয়ে। আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচে জয় পেলে বীরেন্দ্র-র পক্ষে জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।

ফিলিমনের গোল, পরিশোধ জাকারিয়ার মৌচাক রুখলো স্কাইলার্কের বিজয় রথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মৌচাকে আটকে গেল স্কাইলার্কের বিজয় রথ। টানা তৃতীয় জয় হলো না স্কাইলার্কের।

প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমের গোল, দ্বিতীয়ার্ধ পুরোটা ধরে রাখতে পারেনি। কুড়ি মিনিট যেতে না যেতেই গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে মৌচাক। টিএফএ-র বি ডিভিশন ফুটবল লিগে মৌচাকের পক্ষে দারুন অঘটন। লীগের এ পর্যন্ত নয়টি ম্যাচের মধ্যে তিনটিই ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। আর সেই তিনটি ম্যাচের সঙ্গেই মৌচাক জড়িত। প্রথম ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে এক-এক গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচে এন এস আর সি সি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র।

আজ, শনিবার স্কাইলার্কের বিজয় রথ থামিয়ে অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ ড্র করে পয়েন্টের ভাগ নিয়ে ঘরে ফিরলো মৌচাক।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা সাড়ে তিনটায় ম্যাচের শুরু থেকেই পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও গোলের সন্ধান কেউ পাচ্ছিল না। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে স্কাইলার্কের ফিলিমন রিয়াং একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু থেকে মৌচাক অলআউট খেলে গোলটি পরিশোধের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠে। কার্যত সাফল্যও পায়। ৬৫ মিনিটের মাথায় মৌচাক ক্লাবের জাকারিয়া লালটাকিরা গোলটি পরিশোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

পরবর্তী সময়ে দুদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররা যথেষ্ট চেষ্টা করেও জয়সূচক গোলের খোঁজ কেউ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয় এবং দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নেয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, পল্লব চক্রবর্তী, লিটন সাহা ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: বেলা দুইটায় নবোদয় সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতি। বিকেল ৪ঃ০০ টায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

ওরিয়েন্টেল ক্লাবের প্রাইজমানি ফুটবল শুরু আজ, উদ্বোধক মন্ত্রী শুক্লাচরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকেই শুরু। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম সরকার, বিলোনিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পার্থ চৌধুরী, টি এফ এ-র সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী, বাবুল দেব, প্রসাদ মজুমদার, শ্রীবাস সেন প্রমুখ। বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। ওরিয়েন্টাল ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে ২৪ টি দল অংশগ্রহণ করবে। প্রথম রাউন্ডের খেলা হবে ২৮ শে জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাউন্ড অর্থাৎ প্রি কোয়াটার ফাইনাল খেলা হবে ১৮ই আগস্ট থেকে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত। তৃতীয় রাউন্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা হবে ২৭ শে আগষ্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।সেপ্টেম্বরের তিন ও পাঁচ তারিখ হবে পর পর দুটি সেমিফাইনাল। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বরের আট তারিখ।ফুটবল টুর্নামেন্ট যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে ৮০ হাজার টাকা। যে দল রানার্স হবে তারা পাবে ৫০ হাজার টাকা।চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফিও তুলে দেওয়া হবে। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তাদের হাতে একটি ট্রফি দেওয়া হবে যেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সকল ক্রীড়া প্রেমীদের সাহায্য চেয়ে যথাসময়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

লঙ্কায় আজ ভারতের নতুন শুরু

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.):শ্রীলঙ্কায় আজ থেকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে। মুখোমুখি বর্তমান টি-টোয়েন্টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত ও শ্রীলঙ্কা।আর এই সিরিজ দিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হচ্ছে গৌতম গম্ভীরের জমানা। আর শুরু হচ্ছে সূর্য কুমার যাদবের নতুন অধিনায়কত্ব। খেলা হবে শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলেতে ভারতীয় সময় রাত্রি ৮টা থেকে।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতের কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। এরপর ভারতের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতের জোড়া বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীরের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।শ্রীলঙ্কায় সিরিজ শুরুর আগে গম্ভীর বলেছেন, 'খেলোয়াড়ি জীবনে ভারতের জার্সি গায়ে আমি সব সময় গর্ববোধ করেছি এবং কোচ হিসেবে নতুন ভূমিকাতেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।আমার লক্ষ্য থাকবে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে গর্বিত করা।" অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তী কোচও হয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি সনাৎ জয়সুরিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে সিলভারউডের বিদায়ে দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ভারতের টি-টোয়েন্টির দল থেকে অবসর নিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজা। দলের এই তিন নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটারকে ছাড়া আজ থেকে টি-টোয়েন্টিতে নতুনভাবে পথচলা শুরু করবে ভারত। রোহিত শর্মার বিদায়ের পর অধিনায়কত্বে দায়িত্ব এখন হার্দিক পান্ডিয়ার হাত থেকে চলে গেছে সূর্যকুমার যাদবের হাতে।শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে সূর্য বলেছেন, 'এই সিরিজ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারন আমরা ভবিষ্যতের জন্য নতুন দল সাজাচ্ছি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়ের জন্যই মাঠে নামবো আমরা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের মত সেরা ক্রিকেট খেলার লক্ষ্য থাকবে আমাদের।'নেতৃত্বের দিক থেকে শ্রীলঙ্কার দলেও নতুন মুখ। বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর নেতৃত্ব ছেড়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গাও। লঙ্কানদের টি-টোয়েন্টি নেতা এখন চারিথ আসালাঙ্কা। সদ্য সমাপ্ত লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে জাফনা কিংসকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি।এদিকে ঘরের মাঠে ভারতের সঙ্গে সিরিজ শুরুর আগে একের পর এক ক্রিকেটার আঘাত পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন। ছিটকে গেছেন দুই পেসার দুশমন্থ চামিরা ও নুয়ান তুষারা। শ্রীলঙ্কার টিম ম্যানেজার মাহিন্দা হালানগোদা বলেছেন, 'এটা খেলার অঙ্গ।এসব কিছু মানিয়ে সামনের দিকে তাকাতে হবে।'

অপরাজিত রাজ্য চ্যাম্পিয়ন আরাধ্যা ওপেন বিভাগে মেহেকদ্বীপ সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরাধ্যা দাস। রানার্স খেতাব পেয়েছে অদ্রিজা সাহা। অনূর্ধ ১১ বালিকাদের রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় আরাধ্যা দাস ৩ রাউন্ডের খেলায় তিনটিতেই জয়ী হয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আদ্রিজা সাহা ও শিবাদ্রিতা দেবনাথ দুজনেই ২ করে পয়েন্ট পেলেও ভোকলসের ভিত্তিতে আদ্রিজা পেয়েছে ফার্স রানার্স আপ এবং শিবাদ্রিতা পেয়েছে সেকেন্ড রানার্স আপ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পেয়েছে যথাক্রমে অঙ্কিতা সরকার ও নীলাক্ষী দেবনাথ। অনূর্ধ ১১ বছর ওপেন বিভাগে অর্থাৎ ছেলেদের বিভাগে মেহেকদ্বীপ গোপ চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় অবস্থান করছে। মোট পাঁচ রাউন্ডের খেলায় আজ, শনিবার চতুর্থ রাউন্ডের খেলা শেষে মেহেকদ্বীপ চার রাউন্ডেই জয়ী হয়ে চার পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত ভূমিকায় চ্যাম্পিয়নের দাবিদার হয়ে উঠেছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে নয়টায় পঞ্চম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা হবে। তবে অন্তিম রাউন্ডের আগেই মেহেকদ্বীপকে চ্যাম্পিয়ন স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। কেননা পরবর্তী তিনটি স্থানে অবস্থানকারী অর্ণব বার্মা, অভ্রনীল দে এবং আদ্রুশ কর্মকার তিন করে পয়েন্ট পেয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শীর্ষে রয়েছে। উল্লেখ্য, এবারকার প্রতিযোগিতা ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ডুরান্ডে কাপে আজ মোহনবাগানের অভিযান শুরু, প্রতিপক্ষ কাশ্মীরের ক্লাব ডাউনটাউন হিরোজ

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): শনিবার ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান মুখোমুখি হচ্ছে কাশ্মীরের ক্লাব ডাউনটাউন হিরোজের।

কাশ্মীরে ক্লাবটি একঝাঁক তরুণ ফুটবলার নিয়ে খেলতে নামছে। কাশ্মীরের ক্লাবটির চেয়ে শক্তিতে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান। তাই আজকের ম্যাচে মোহনবাগানের জয় নিয়ে সমর্থকরা চিন্তিত নন। তাদের আগ্রহটা বেশি নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার টম অলড্রেড ও সদ্য সই করা গোলকিপার ধীরাজ সিং খেলবেন কিনা তা নিয়ে।

এই দুজন খেলোয়াড়ই গত দুদিন অনুশীলনে নেমেছেন। কোচ দুজনকেই আজকের ম্যাচে খেলাতে চাইছেন।

তবে তাদের খেলাটা নির্ভর করছে তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন থাকবে।

ডুরান্ড কাপে প্রথম ম্যাচ থেকেই মোহনবাগানের কোচ হিসাবে থাকছেন বাস্তব রায়। যিনি গতবার কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের কোচ ছিলেন।

পরের ম্যাচ থেকে কোচের দায়িত্ব নেবেন সিনিয়র দলের হেড কোচ হোসে মলিনা।

ডাউনটাউনের বিরুদ্ধে নামার আগে বাস্তব বলেছেন, "প্রতিপক্ষ অচেনা।

তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। ম্যাচ হারলে পরের পর্বে যাওয়া কঠিন।"

আজ ডুরান্ড কাপের ম্যাচ আছে যুবভারতীতে। ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে।

শ্রীলঙ্কার শিবিরে আবারও দুঃসংবাদ, হাসপাতালে পেসার বিনুরা ফার্নান্দো

ডাম্বুলা, ২৭ জুলাই (হি.স.): ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে একের পর এক চোট ও অসুস্থতার থাবা শ্রীলঙ্কা দলে। এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে বিনুরা ফার্নান্দোর নাম। বুকে সংক্রমণ নিয়ে শুক্রবারই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই বাঁহাতি পেসারকে। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।২৯ বছর বয়সী এইপেসারের অসুস্থতায় টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে ডাক পেয়েছেন অফ স্পিনার রামেশ মেন্ডিস। উল্লেখ্য,বিনুরার আগে ছিটকে গেছেন দুই পেসার দুশমান্থ চামিরা ও নুয়ান থুসারা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডা. এপিজি আব্দুল কালামের প্রয়াণ দিবসে শনিবার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক চালু করা "আমার সরকার" ওয়েব পোর্টালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ জুলাই : আবারও ত্রিপুরার ঝুলিতে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার উদ্যোগি প্রচেষ্টায় চালু করা ''আমার সরকার" ওয়েব পোর্টাল, বিভিন্ন রাজ্যে চালু হওয়া কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে সেরা পাঁচটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শনিবার নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে ''আমার সরকার" পোর্টালের বিষয়টি তুলে ধরেন, তিনি একই সাথে এই পোর্টালের সাফল্যের তথ্য ও উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে যার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গন।

দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির ২০ জনেরও বেশি মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কনক্লেভে সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির মধ্যে পাঁচটি সেরা কাজের উপলব্ধির মধ্যে একটি হিসাবে ''আমার সরকার" নির্বাচিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের ওয়েব পোর্টাল ''আমর সরকার" উদ্যোগকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সহ সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীরা প্রশংসা করেন এবং এটিকে ত্রিপুরা সরকারের সেরা কাজের উপলব্ধি হিসাবে অন্যান্য রাজ্যকেও অনুসরণ করার কথা বলা হয়।

উল্লেখ্য রাজ্যের গ্রামীন সাধারণ মানুষের সেবায় ''আমর সরকার" হল এমন একটি অভিনব পোর্টাল যা রাজ্য সরকার ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে চালু করে। এর মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জনসাধারণের নানাহ অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর দ্রুত সমাধান করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

এতে অনলাইনের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও অভিযোগ দায়ের করার সুবিধা রয়েছে, জিও-রেফারেন্স ফটোগ্রাফ আপলোড করার পাশাপাশি অভিযোগগুলি অনলাইনে ট্র্যাক করার সুবিধাও বিদ্যমান থাকায় বিশাল অংশের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এই পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগগুলি রাজ্যের ৮১টি লাইন ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড অফিসারদের কাছেও প্রেরিত হয়।

এই অভিযোগগুলি মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা ৪ দিনের মধ্যে সমাধান করতে বাধ্য থাকেন, অন্যথায় এগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকদের গোচরে পাঠানো হয়। একবার কাজ শেষ হয়ে গেলে, অভিযোগটি বন্ধ করার আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দ্বারা পুরো বিষয়টি যাচাই এবং প্রত্যয়িত করা হয়। সাধারণ মানুষের উল্লেখিত সমস্যাগুলি সনাক্ত করার জন্য, সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার 'গ্রাম হাঁটা' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এবং প্রতি সোমবার ১,১৭৬ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে ''আমার সরকার দিবস" পালন করা হয়।

গ্রামীণ বিকাশ (পঞ্চায়েত) দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, গত ২১ মাসে, রাজ্যের গ্রামীণ জনগণের দ্বারা মোট ৫২,৯৯২টি সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে ৯৫ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

মায়ের মন্দীরে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে ত্রিস্তরীয় নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন মন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ জুলাই: আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদ নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে শনিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ডোর টু ডোর কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করলো মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া।

প্রথমে জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে শান্তি নিকেতন পাড়ায় মায়ের মন্দিরে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী তাপস দত্ত ও জেলা পরিষদের ১৩ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী শিল্পী নমঃ কে সঙ্গেনিয়ে ডোর টু ডোর কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন। তাপস দত্ত বিগত দিনেও জোলাইবাড়ী বাসীর কাছের লোকহিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভকরেছে।

বিগতদিনে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন তাপস দত্ত। তিনি কোনোপ্রকার ভেদাভেদ ছারা সমস্তপ্রকারের সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি লোকজনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই সকলে আশাবাদী আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নং আসন থেকে তাপস দত্ত বিপুল ভোটে জয়লাভ করে লোকজনের সার্বিক উন্নয়নে ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাবেন।

তাই আজকের এই কর্মসূচীতে সকলে তাপস দত্তকে দুহাত তুলে আশির্বাদ করেছেন। দুই প্রার্থীর নির্বাচনের প্রচার শেষ করে জেলাপরিষদের ১২ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী শম্ভু মানিকের হয়ে প্রচারে বেরহলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। আজকের এই প্রচার শেষে সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান বিগত বাম আমলে ত্রীস্তরীয় নির্বাচনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারতোনা। বর্তমানসময়ে রাজ্যে বিজেপি , আই পি এফ টি ও তিপ্রামথা দলের জোট সরকার গঠনের পর গনতন্ত্রে বিশ্বাস করছে সকলে।

তাই ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধীরা প্রার্থীদিয়েছে। বিরোধীরা প্রার্থী দিলেও সকলে বিগতদিনে যেইভাবে সি পি আই এমকে বর্জন করেছে একইভাবে আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে যারা প্রার্থীদিয়েছে তাদেরকে সকলে বর্জন করবে। আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া।

৪০ ফুট গর্ত থেকে উদ্ধার এক অবলা প্রাণী

কল্যাণপুর, ২৭ জুলাই: এক অবলা প্রাণীকে নিজেদের জীবন বাজি রেখে পরিত্যক্ত প্রায় ৪০ ফুট গভীরতা গর্ত থেকে উদ্ধার করে নজর তৈরি করেছে। কল্যানপুর স্কাউটস এন্ড গাইড ইউনিটের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। ঘটনা বিবরণে প্রকাশ, কল্যাণপুর থানা এলাকার দক্ষিণ ঘীলাতলীর শীকরাই বাড়ি এলাকায় প্রায় ৪০ ফুট গভীরতা একটি পরিত্যক্ত গর্তে যেকোনোভাবে একটি কুকুর পড়ে যায়। সেই বিষয়টা লক্ষ্য করেন কয়েকজন সচেতন নাগরিক। তৎক্ষণাৎ সচেতন নাগরিকরা উদ্ধার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন এবং খবর পাঠান খোয়াই জেলা প্রশাসনে। জেলা প্রশাসন থেকে কালবিলম্ব না করে কল্যাণপুর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ইউনিটে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমকে খবর দেওয়া হলে তারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টা দুয়েকের নিরন্তন প্রচেষ্টায় অনবদ্য দক্ষতার স্বাক্ষর স্থাপন করে কল্যাণপুর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ইউনিটের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম কুকুরটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয় মানুষরা যেভাবে স্কাউটস এন্ড গাইডস ইউনিটের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম একটা অবলা প্রাণীকে উদ্ধার করতে নিজেদের জীবন একপ্রকার বাজি রেখেছিলেন। তাদের এই অকৃতদার মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

গোটা বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে স্কাউট মাস্টার, মাষ্টার ট্রেইনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অভিজিৎ আচার্য্য জানান যে সব সময়ই নিজেদের ইউনিট এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এই টিমকে। আজকে সেই প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তি করে তাদের টিম এভাবে এই মৃত্যুর মুখে পতিত কুকুরটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করে।

দক্ষতা শৈলী থেকে শুরু করে ইতিবাচক ভূমিকায় ঘিলাতলি স্কুল

কল্যাণপুর, ২৭ জুলাই: শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন হোক শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিটা পদক্ষেপ হউক সমাজকে বলিষ্ঠ করার স্বার্থে, শিক্ষাঙ্গনকে ব্যবহার করে আগামী প্রজন্মকে নতুনভাবে পথ চলতে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা তৈরি করেই পালিত হোক শিক্ষা সপ্তাহ, এমনটাই কাম্য। অযথা একটা বিশেষ অংশকে তুষ্ট করতে গিয়ে গোটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল উঠুক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেই বোধহয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন যথার্থতা লাভ করতে পারে।

একদিকে যেমন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার নিরিখে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিতর্ক তৈরি করেছে, ঠিক এর পাশাপাশি কিছু কিছু বিদ্যালয় অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা সপ্তাহকে নব আঙ্গিকে প্রকাশ করেছে। এমনই এক বিদ্যালয় হচ্ছে খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়। বলা প্রয়োজন এই বিদ্যালয়টি এই সময়ের মধ্যে নিজের মতো করে সমাজ সচেতনতা থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে সৃষ্টিশীল মানসিকতার প্রসারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে নিরন্তর ভাবেই।

চলতি শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে কখনো মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে, কখনো চিত্রাঙ্কন থেকে শুরু করে ফুড সাইন্সের উপর প্রদর্শনী করা বা সার্বিকভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রদর্শনী, সৌন্দর্য সচেতনতার প্রসার থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণের মত কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে শুধুমাত্র সারম্বরে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করেছেন ঘটনা তা না, সমাজকে নতুন দিশায় আলোকিত করেছেন নানাভাবেই। যদিও আরো একদিন এই আয়োজনের বাকি, তারপরেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী এবং একটা অংশের অভিভাবকেরা খুশি অভিনব এবং সমাজ হিতৈষী পদক্ষেপ এর মধ্য দিয়ে ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন নিয়ে। আক্ষরিক অর্থেই বলা যায়, রাজ্যের কয়েকটি বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষা সপ্তাহ ঘিরে বিতর্ক এখনো চলছে, ঠিক একই রকম ভাবে গ্রামীণ জনপদের ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সত্যিকারের অর্থে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করে রীতিমতো নজির তৈরি করেছে।

প্রয়াত বাম নেতা সমর আঢ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ও সিপিআই এম রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য সমর আঢ্য আজ বিকেলে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯বছর। গত ২৪ জুলাই তাঁকে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী,পুত্র ও পুত্রবধূকে রেখে গেছেন। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য ষাটের দশকের শেষ ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা রাজনীতির পথ চলা শুরু।

১৪ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আগরতলা, ২৭ জুলাই: বৃক্ষরোপণ কেন্দ্র করে রাজধানীর রঞ্জিত নগর এলাকার ১৪ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ কপর্োরেটর সহ কর্মকর্তারা।

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন শুধু গাছ লাগালেই চলবে না প্রতিটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। সেজন্যই দেশের প্রধানমন্ত্রী মায়ের নামে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেয়র বলেন, আমরা প্রত্যেকেই মাকে যেভাবে ভালোবাসি এবং সেবা যত্ন করি ঠিক সেই ভাবেই মায়ের নামে গাছ লাগানো হলে গাছকেও সেবা যত্ন করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র। তা করা হলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা সফল হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড সহ রাজ্যের সর্বত্রই বৃক্ষ রোপনে সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেন বনজ সম্পদ ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে এবং অক্সিজেনের যোগান নিশ্চিত করতে অধিক সংখ্যায় গাছ লাগানো খুবই জরুরী বলে অধীনে উল্লেখ করেন।

কদমতলায় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ জুলাই: শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহার উপস্থিতিতে উত্তর জেলার কদমতলায় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার মিছিল ও নির্বাচনি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্যের শাসক দল বিজেপি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন ,ব্লক প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু এলাকায় কংগ্রেসসহ বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেনি বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

শনিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের এক প্রচারসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তিনি বলেন, বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলে বিজেপি পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলে তারা নিশ্চিত। সে কারণেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিরোধী নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা সংগঠিত করা হয়েছে। তদুপরি সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে যেসব এলাকায় কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছে সেইসব এলাকায় বিজেপি পঞ্চায়েত দখল করতে পারবে না বলে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কদম তলায় কংগ্রেস নেতাকর্মীরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আড়ালিয়া বাজারে ৪০২ ভোটার ত্রিপ্রা মথা দলে যোগদান

চড়িলাম প্রতিনিধি, ২৭ জুলাই।। বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতা আসার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরপর দুবার শাসকদল বিজেপির দখলে চলে যায়। কিন্তু এবছর ব্যতিক্রম এর চিত্র ধরা পড়ছে আড়ালিয়া পঞ্চায়েতে। মোট ১৩টি পঞ্চায়েত সদস্য পদ রয়েছে। এবছর সিপিএম ও কংগ্রেস কেউ নমিনেশন দিতে পারেনি। শাসক বিজেপির সহযোগী মথা দলের তরফে মোঃ শাহ আলমের নেতৃত্বে এবার আটটি নমিনেশন জমা পড়ে এবং ৮ জন প্রার্থী বৈধ বলে ঘোষিত হয়।এই ৮ জন প্রার্থীকেই জয়ী করতে আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন তিপ্রা মোথা দলের নেতৃত্বরা।আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে যেহেতু মূলত সংখ্যালকদের ভোটের হার বেশি এবং সংখ্যালঘুরাই এই পঞ্চায়েতের জয় পরাজয় নির্ধারণ করবেন।তাই তিপ্রা মোথা দলের মাইরটিসেলের চেয়ারম্যান মোঃ শাহ আলম দিনরাত এক করে এই পঞ্চায়েত দখল করার স্বপ্ন দেখছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি শনিবার ৭৬ পরিবারের ৪০২ সিপিআইএম ও কংগ্রেস দল থেকে ভোটারকে ত্রিপ্রা মথা দলে যোগদান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। মহারাজা যেহেতু উনার উপর ভরসা রেখে মাইনরিটিসেলের রাজ্য চেয়ারম্যান বানিয়েছেন সেই মহারাজাকে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে উপহার দিয়ে শাহ আলম বুঝিয়ে দিতে চাইছেন আগামী দিনে মোঃ শাহ আলম দলের শ্রী বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো কিছু করবেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোঃ শাহ আলম আরো বলেন, শুধু এ রাজ্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের ভোটের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সংখ্যালঘুদের সুখে-দুঃখে কোন দল নেতার পাশে দাঁড়াচ্ছে না। একমাত্র মহারাজ এই রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য কথা বলেছেন তাদের সুখে-দুঃখে কথা বলেছেন যা ইতিপূর্বেই দেখতে পারছেন রাজ্যের সংখ্যালঘুরা। সুতরাং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবার মহারাজার পক্ষেই যাবে। তাছাড়া এই দিনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, চড়িলাম ত্রিপ্রা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা কর্মীরা। বিধানসভা কেন্দ্রের ২০২৩ এ নির্বাচনে বিধায়ক সুবোধ দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে চড়িলাম ত্রিপ্রা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা গুরুত্ব অপরিসীম।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার

আগরতলা, ২৭ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও সিপিএম প্রার্থী দিলেও প্রচারে তাদের তেমন কোন সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ড থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উত্তম দাস। বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে যাচ্ছেন এবং ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান।

যদিও এই ১৭ ওয়ার্ডে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।কংগ্রেস ও সিপিআইএম তাদের প্রার্থী দিয়েছে। তবে প্রচারে দেখা যাচ্ছে না তাদের। ময়দানে একাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী উত্তম দাস।

ভোট প্রচারে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির প্রার্থী উত্তম দাস বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিগত ছয় বছরের কাজকর্মের সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে চলেছেন তিনি। উন্নয়নের নিরিখেই জনগণ বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শনিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজধানীতে এক মিছিল ও জমায়েতের আয়োজন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।